য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি।

(ভূমিকা)

প্রথম খণ্ড।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও

প্রকাশিত।

৫৫ নং চিৎপুর রোড।

মূল্য ॥০ আট আনা।

উৎসর্গ।

শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত

সুহৃদ্বরকে এই গ্রন্থ

স্মরণোপহার স্বরূপে

উৎসর্গ করিলাম।

গ্রন্থকার।

বিজ্ঞাপন।

এই প্রবন্ধটি চৈতন্য লাইব্রেরির বিশেষ অধিবেশনে পঠিত হয়। আমার ইংলণ্ড যাত্রার ডায়ারির ভূমিকা-স্বরূপে ইহা রচিত হয়—কোন কারণবশতঃ ইহাকে বিচ্ছিন্ন-ভাবে প্রথম খণ্ডে প্রকাশ করিলাম। ডায়ারি-অংশ পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

১৬ বৈশাখ।
১২৯৮। } শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি।

ভূমিকা।

অনেক দিন থেকে ইচ্ছা ছিল য়ুরোপীয় সভ্যতার ঠিক মাঝখানটাতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে' একবার তার আঘাত আবর্ত্ত এবং উন্মাদনা; তার উত্তাল তরঙ্গের নৃত্য এবং কলগীতি; অট্টহাস্য, করতালি এবং ফেণোচ্ছ্বাস; তার বিদ্যুৎবেগ, অনিদ্র উদ্দাম এবং প্রবল প্রবাহ সমস্ত শিরা স্নায়ু ধমণীর মধ্যে অনুভব করে' আস্‌ব। বহুকাল তীরে বসে' বসে' বালির ঘর গড়চি এবং ভাঙ্‌চি, এবং ভাব্‌চি, ইতিমধ্যে বন্ধুবান্ধবেরা একে একে অনেকেই নিজ নিজ শক্তি অনুসারে সমুদ্রমন্থন সমাপন করে' এলেন; এমনি উৎসাহ যে শুষ্কতীরে ফিরে এসেও তাঁরা হস্তপদ আস্ফালন কিছুতেই নিবৃত্ত করতে পারচেন না। আমিও তাই দেখে' কৌতূহলবশতঃ একদিন অপরাহ্নে ঐ তরঙ্গিত অগাধ রহস্যরাশির মধ্যে আনন্দে অবতরণ করেছিলুম, মুহূর্ত্তের মধ্যে খুব খানিকটা নাড়াচাড়া, হাবুডুবু এবং লোনা জল খেয়ে অচিরাৎ উঠে এসেছি। এখন কিছু দিন ডাঙ্গার উপরে সর্ব্বাঙ্গ বিস্তারপূর্ব্বক চক্ষু মুদ্রিত করে' রোদ পোহাব মনে করচি।

আমরা পুরাতন ভারতবর্ষীয় ; বড় প্রাচীন, বড় শ্রান্ত। আমি অনেক সময়ে নিজের মধ্যে আমাদের সেই জাতিগত প্রকাণ্ড প্রাচীনত্ব অনুভব করি। মনোযোগ পূর্ব্বক যখন অন্তরের মধ্যে নিরীক্ষণ করে' দেখি তখন দেখ্‌তে পাই, সেখানে কেবল চিন্তা এবং বিশ্রাম এবং বৈরাগ্য। যেন অন্তরে বাহিরে একটা সুদীর্ঘ ছুটি। যেন জগতের প্রাতঃকালে আমরা কাছারির কাজ সেরে এসেছি, তাই এই উত্তপ্ত মধ্যাহ্নে যখন আর সকলে কার্য্যে নিযুক্ত তখন আমরা দ্বার রুদ্ধ করে' নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করচি ; আমরা আমাদের পূরা বেতন চুকিয়ে নিয়ে কর্ম্মে ইস্তাফা দিয়ে পেন্সনের উপর সংসার চালাচ্ছি। বেশ আছি।

এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়েছে। বহুকালের যে ব্রহ্মত্রটুকু পাওয়া গিয়েছিল তার ভাল দলিল দেখাতে পারিনি বলে' নূতন রাজার রাজত্বে বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। হঠাৎ আমরা গরীব। পৃথিবীর চাষারা যে রকম খেটে মরচে এবং খাজানা দিচ্চে আমাদেরও তাই করতে হবে। পুরাতন জাতিকে হঠাৎ নূতন চেষ্টা আরম্ভ করতে হয়েচে।

অতএব চিন্তা রাখ, বিশ্রাম রাখ, গৃহকোণ ছাড়, ব্যাকরণ ন্যায়শাস্ত্র শ্রুতিস্মৃতি এবং নিত্যনৈমিত্তিক গার্হস্থ্য নিয়ে থাক্‌লে আর চল্‌বে না ; কঠিন মাটির ঢেলা ভাঙ্গ, পৃথিবীকে উর্ব্বরা কর এবং নব-মানব রাজার রাজস্ব দাও ;

কালেজে পড়, হোটেলে খাও এবং আপিসে চাক্‌রি কর।

উঠেছিত, চলেওছি, দেখাচ্চি আমরা খুব কাজের লোক—কিন্তু ভিতরে ভিতরে কতটা নিরাশ্বাস, কতটা নিরুদ্যম!

হায়, ভারতবর্ষের পুরপ্রাচীর ভেঙ্গে ফেলে' এই অনাবৃত বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে আমাদের কে' এনে দাঁড় করালে! আমরা চতুর্দ্দিকে মানসিক বাঁধ নির্ম্মাণ করে', কালস্রোত বন্ধ করে' দিয়ে সমস্ত নিজের মনের মত গুছিয়ে নিয়ে বসে' ছিলুম। চঞ্চল পরিবর্ত্তন ভারত-বর্ষের বাহিরে সমুদ্রের মত নিশিদিন গর্জ্জন করত আমরা অটল স্থিরত্বের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে' গতিশীল নিখিল সংসারের অস্তিত্ব বিস্মৃত হয়ে' বসেছিলুম। এমন সময়ে কোন্ ছিদ্রপথ দিয়ে চির-অশান্ত মানবস্রোত আমাদের মধ্যে প্রবেশ করে' সমস্ত ছারখার করে' দিলে! পুরাতনের মধ্যে নূতন মিশিয়ে, বিশ্বাসের মধ্যে সংশয় এনে, সন্তোষের মধ্যে দুরাশার আক্ষেপ উৎক্ষিপ্ত করে' দিয়ে সমস্ত বিপর্য্যস্ত করে' দিলে!

মনে কর আমাদের চতুর্দ্দিকে হিমাদ্রি এবং সমুদ্রের বাধা যদি আরো দুর্গম হ'ত তাহলে একদল মানুষ একটি অজ্ঞাত নিভৃত বেষ্টনের মধ্যে স্থির শান্তভাবে এক প্রকার সঙ্কীর্ণ পরিপূর্ণতা লাভের অবসর পেত। পৃথিবীর সংবাদ তারা

বড় একটা জান্‌তে পেত না এবং ভূগোল বিবরণ সম্বন্ধে তাদের নিতান্ত অসম্পূর্ণ ধারণা থাক্‌ত; তাদের বিজ্ঞান-শাস্ত্র বিচিত্র কল্পনার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ত, কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যা বৃহৎ জগৎ থেকে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যেত না; কেবল তাদেব কাব্য, তাদেব সমাজতন্ত্র, তাদেব ধর্ম্মশাস্ত্র, তাদের দর্শনতত্ত্ব অপূর্ব্ব শোভা সুষমা এবং সম্পূর্ণতা লাভ কবতে পেত; তারা যেন পৃথিবী ছাড়া আর একটি ছোট গ্রহের মধ্যে বাস কবত; তাদেব ইতিহাস, তাদের জ্ঞান বিজ্ঞান সুখ সম্পদ তাদের মধ্যেই পর্য্যাপ্ত থাক্‌ত। সমুদ্রের এক অংশ কালক্রমে মৃত্তিকাস্তরে রুদ্ধ হয়ে যেমন একটি নিভৃত শান্তিময় সুন্দর হ্রদের সৃষ্টি হয়, যে কেবল নিস্তরঙ্গ-ভাবে প্রভাত সন্ধ্যার বিচিত্র বর্ণচ্ছায়ায় প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে, এবং অন্ধকার রাত্রে স্তিমিত নক্ষত্রালোকে স্তম্ভিতভাবে চিররহস্যের ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে থাকে।

কালের বেগবান্ প্রবাহে, পরিবর্ত্তন-কোলাহলের কেন্দ্র-স্থলে, প্রকৃতির সহস্র শক্তির রঙ্গভূমির মাঝখানে সংক্ষুব্ধ হয়ে খুব একটা শক্ত রকম শিক্ষা এবং সভ্যতা লাভ হয় সত্য বটে, কিন্তু নির্জ্জনতা নিস্তব্ধতা গভীরতার মধ্যে অবতরণ করে' যে কোন রত্ন সঞ্চয় করা যায় না তা কেমন করে' বল্‌ব!

এই মথ্যমান সংসার সমুদ্রের মধ্যে সেই নিস্তব্ধতার অব-

সর কোন জাতিই পায় নি; মনে হয় কেবল ভারতবর্ষই এককালে দৈবক্রমে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে সেই বিচ্ছিন্নতা লাভ করেছিল এবং অতলস্পর্শের মধ্যে অবগাহন করেছিল। জগৎ যেমন অসীম, মানবের আত্মাও তেমনি অসীম; যাঁরা সেই অনাবিষ্কৃত অন্তর্দেশের পথ অনুসন্ধান করেছিলেন তাঁরা যে কোন নূতন সত্য এবং কোন নূতন আনন্দ লাভ করেন নি তা' নিতান্ত অবিশ্বাসীর কথা।

ভারতবর্ষ তখন একটি রুদ্ধদ্বার নির্জ্জন রহস্যময় পরীক্ষা-কক্ষের মত ছিল—তার মধ্যে এক অপরূপ মানসিক সভ্যতার গোপন পরীক্ষা চল্‌ছিল। য়ুরোপের মধ্যযুগে যেমন আল্‌কেমি-তত্ত্বান্বেষীরা গোপন গৃহে নিহিত থেকে বিবিধ অদ্ভুত যন্ত্রতন্ত্রযোগে চিরজীবন রস (Elixir of life) আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছিলেন, আমাদের জ্ঞানীরাও সেইরূপ গোপন সতর্কতা সহকারে আধ্যাত্মিক চিরজীবন লাভের উপায় অন্বেষণ করেছিলেন। তাঁরা প্রশ্ন করেছিলেন "যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্" এবং অত্যন্ত দুঃসাধ্য উপায়ে অন্তরেব মধ্যে সেই অমৃত-রসের সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

তার থেকে কি হতে পারত কে জানে! আল্‌কেমি থেকে যেমন ব্যবহারিক কেমিষ্ট্রির উৎপত্তি হয়েছে তেম্‌নি তাঁদের সেই তপস্যা থেকে মানবের কি এক নিগূঢ় নূতন শক্তির আবিষ্কার হতে পারত তা এখন কে বল্‌তে পারে!

কিন্তু হঠাৎ দ্বার ভগ্ন করে' বাহিরের দুর্দ্দান্ত লোক ভারতবর্ষের সেই পবিত্র পরীক্ষাশালার মধ্যে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করলে এবং সেই অন্বেষণের পরিণামফল সাধারণের অপ্রকাশিতই রয়ে গেল। এখনকার নবীন দুরন্ত সভ্যতার মধ্যে এই পরীক্ষার তেমন প্রশান্ত অবসর আর কখনো পাওয়া যাবে কি না কে জানে!

পৃথিবীর লোক সেই পরীক্ষাগারের মধ্যে প্রবেশ করে' কি দেখ্‌লে! একটি জীর্ণ তপস্বী; বসন নেই, ভূষণ নেই, দেহে বল নেই, পৃথিবীর ইতিহাস সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা নেই। নির্জ্জন আশ্রমের মধ্যে যে ব্যক্তি আপন অন্তরের তেজে তেজস্বী বাহিরে সে কি দরিদ্র, কি দুর্ব্বল! এই সমস্ত বলিষ্ঠ কর্ম্মপটু উৎসাহী ধনসম্পদশালী নব-যুবকদের মধ্যে এসে আজ তার কি দুর্দ্দশা, কি লজ্জা! সহসা দেখ্‌লে সে কি নিরুপায়, নিঃসহায়; বহুকাল মনোযোগ না দেওয়াতে পৃথিবীর বৈষয়িক বিষয়ে ক্রমে তার অধিকার কত হ্রাস হয়ে গেছে! সে যে কথা বল্‌তে চায় এখনো তার কোন প্রতীতিগম্য ভাষা নেই, প্রত্যক্ষগম্য প্রমাণ নেই, আয়ত্তগম্য পরিণাম নেই।

অতএব হে বৃদ্ধ, হে চিন্তাতুর, হে উদাসীন, তুমি ওঠ, পোলিটিকাল অ্যাজিটেশন্‌ কর অথবা দিবাশয্যায় পড়ে'পড়ে'আপনার পুরাতন যৌবনকালের প্রতাপ ঘোষণা

পূর্ব্বক জীর্ণ অস্থি আস্ফালন কর, দেখ, তা'তে তোমার লজ্জা নিবারণ হয় কি না।

কিন্তু আমার ওতে প্রবৃত্তি হয় না। কেবল মাত্র খবরের কাগজের পাল উড়িয়ে এই দুস্তর সংসার সমুদ্রে যাত্রা আরম্ভ করতে আমার সাহস হয় না। যখন মৃদুমৃদু অনুকূল বাতাস দেয় তখন এই কাগজের পাল গর্ব্বে স্ফীত হয়ে ওঠে বটে কিন্তু কখন্ সমুদ্র থেকে ঝড় আস্‌বে এবং দুর্ব্বল দম্ভ শতধা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

এমন যদি হত—নিকটে কোথাও উন্নতি নামক একটা পাকা বন্দর আছে সেইখানে কোনমতে পৌঁছলেই তার পরে দধি এবং পিষ্টক, দীরতাং এবং ভুজ্যতাং তাহলেও বরং একবার সময় বুঝে আকাশের ভাবগতিক দেখে' অত্যন্ত চতুরতা সহকারে পার হ'বার চেষ্টা করা যেত। কিন্তু যখন জানি উন্নতিপথে যাত্রার আর শেষ নেই; কোথাও নৌকা বেঁধে নিদ্রা দেবার স্থান নেই; উর্দ্ধে কেবল ধ্রুবতারা দীপ্ত পাচ্চে এবং সম্মুখে কেবল তটহীন সমুদ্র; বায়ু অনেক সময়েই প্রতিকূল, এবং তরঙ্গ সর্ব্বদাই প্রবল, তখন কি বসে' বসে' কেবল ফুল্‌স্ক্যাপ্ কাগজের নৌকা নির্ম্মাণ করতে প্রবৃত্তি হয়?

অথচ তরী ভাসাবার ইচ্ছা আছে। যখন দেখি মানব স্রোত চলেছে; চতুর্দ্দিকে বিচিত্র কল্লোল, উদ্দাম বেগ, প্রবলগতি, অবিশ্রাম কর্ম্ম তখন আমারও মন নেচে ওঠে;

তখন ইচ্ছা করে বহু বৎসরের গৃহবন্ধন ছিন্ন করে’একেবারে বাহির হয়ে পড়ি। কিন্তু তার পরেই রিক্তহস্তের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবি পাথেয় কোথায়! হৃদয়ে সে অসীম আশা জীবনে সে অশ্রান্ত বল, বিশ্বাসের সে অপ্রতিহত প্রভাব, সে নিষ্ঠা, সে সত্যপ্রিয়তা, মিথ্যার প্রতি সে বিজাতীয় ঘৃণা কোথায়! অবশেষে হবে এই, গৃহও ছাড়ব, পথে চল্‌বারও শক্তি থাক্‌বে না। তার চেয়ে পৃথিবীপ্রান্তে এই অজ্ঞাতবাসই ভাল, এই ক্ষুদ্র সন্তোষ এবং নির্জ্জীব শান্তিই আমাদের যথা লাভ।

তখন বসে’ বসে’ মনকে এই বলে’ বোঝাই যে, আমরা যন্ত্র তৈরি করতে পারি নে, জগতের সমস্ত নিগূঢ় সংবাদ আবিষ্কার করতে পারিনে, কিন্তু ভালবাস্‌তে পারি, ক্ষমা করতে পারি, পরস্পরের জন্যে স্থান ছেড়ে দিতে পারি। অপেক্ষা করে’ দেখা যাক পৃথিবীর এই আধুনিক নবসভ্যতা কবে আমাদের কোমলতা দেখে’ আমাদের ভালবাস্‌বে, কবে আমাদের দুর্ব্বলতা দেখে’ অবজ্ঞা করবে না, কবে তাদের উন্নতি যৌবনের প্রখর বলাভিমান এবং জ্ঞানাভিমান কালক্রমে নম্র হয়ে আস্‌বে এবং আমাদের স্নেহশীলতা দেখে’ আমাদের প্রতি স্নেহ করবে, আমাদের প্রেমপরায়ণ হৃদয়ের প্রভাবে মানব পরিবারের মধ্যে একটুখানি সমাদরের স্থানলাভ করতে পারব।

গোরাদের মোটা মোটা মুষ্টি, প্রচণ্ড দাপট এবং নিষ্ঠুর

অসহিষ্ণুতা দেখে' আপাততঃ সে দিন কল্পনা করা দুরূহ হয়ে পড়ে। আচ্ছা না হয় তাই হল; দুঃসাধ্য দুরাশা নিয়ে অস্থির হয়ে বেড়াবার আবশ্যক কি! না হয় এক পাশেই পড়ে' রইলুম, টাইম্‌সের জগৎপ্রকাশক স্তম্ভে আমাদের নাম না হয় নাই উঠল, আপনাআপনি ভাল-বেসেই কি যথেষ্ট সুখ পাব না?

কিন্তু দুঃখ আছে, দারিদ্র্য আছে, প্রবলের অত্যাচার আছে, অসহায়ের ভাগ্যে অপমান আছে, কোণে বসে' কেবল গৃহকর্ম্ম এবং আতিথ্য করে' তার কি প্রতিকার করবে?

হায়, সেই ত ভারতবর্ষের দুঃসহ দুঃখ! আমরা কার সঙ্গে যুদ্ধ করব? রূঢ় মানবপ্রকৃতির চিরন্তন নিষ্ঠুরতার সঙ্গে! যিশুখৃষ্টের পবিত্র শোণিতস্রোত যে অনুর্ব্বর কাঠিন্যকে আজো কোমল করতে পারেনি সেই পাষাণের সঙ্গে! প্রবলতা চিরদিন দুর্ব্বলতার প্রতি নির্ম্মম, আমরা সেই আদিম পশুপ্রকৃতিকে কি করে' জয় করব? সভা করে'? দরখাস্ত করে'? আজ একটু ভিক্ষা পেয়ে কাল একটা তাড়া খেয়ে? তা কখনই হবে না।

তবে, প্রবলের সমান প্রবল হয়ে? তা হতে পারে বটে। কিন্তু যখন ভেবে দেখি, য়ুরোপ কতখানি প্রবল, কতদিকে প্রবল, কত কারণে প্রবল; যখন এই দুর্দ্দান্ত শক্তিকে একবার কায়মনে সর্ব্বতোভাবে অনুভব করে'

দেখি তখন কি আর আশা হয়? তখন মনে হয়, এস ভাই সহিষ্ণু হয়ে থাকি এবং ভালবাসি। পৃথিবীতে যত-টুকু কাজ করি তা যেন সত্যসত্যই করি, ভাণ না করি। অক্ষমতার প্রধান বিপদ এই যে সে বৃহৎ কাজ করতে পারে না বলে' বৃহৎ ভাণকে শ্রেয়স্কর জ্ঞান করে। জানে না যে মনুষ্যত্ব লাভের পক্ষে বড় মিথ্যার চেয়ে ছোট সত্য ঢের বেশি মূল্যবান।

কিন্তু উপদেশ দেওয়া আমার অভিপ্রায় নয়। প্রকৃত অবস্থাটা কি তাই আমি দেখতে চেষ্টা করচি। তা দেখতে গেলে যে পুরাতন বেদ পুরাণ সংহিতা খুলে বসে' নিজের মনের মত শ্লোক সংগ্রহ করে' একটা কাল্পনিক বর্ত্তমান রচনা করতে হবে তা নয়, কিম্বা অন্য জাতির প্রকৃতি ও ইতিহাসের সঙ্গে কল্পনাযোগে আপনাদের বিলীন করে' দিয়ে আমাদের নবশিক্ষার ক্ষীণভিত্তির উপর প্রকাণ্ড দুরা-শার দুর্গ নির্ম্মাণ করতে হবে তাও নয়; দেখ্‌তে হবে এখন আমরা কোথায় আছি। আমরা যেখানে অবস্থান করচি এখানে পূর্ব্বদিক থেকে অতীতের এবং পশ্চিমদিক থেকে ভবিষ্যতের মরীচিকা এসে পড়েছে সে দুটোকেই সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য সত্য স্বরূপে জ্ঞান না করে' একবার দেখা যাক্ আমরা যথার্থ কোন্ মৃত্তিকার উপরে দাঁড়িয়ে আছি।

আমরা একটি অত্যন্ত জীর্ণ প্রাচীন নগরে বাস করি; এত প্রাচীন যে এখানকার ইতিহাস লুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে;

মনুষ্যের হস্তলিখিত স্মরণচিহ্নগুলি শৈবালে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে ; সেই জন্যে ভ্রম হচ্চে যেন এ নগর মানব ইতিহাসের অতীত, এ যেন অনাদি প্রকৃতির এক প্রাচীন রাজধানী। মানব পুরাবৃত্তের রেখা লুপ্ত করে' দিয়ে প্রকৃতি আপন শ্যামল অক্ষর এর সর্ব্বাঙ্গে বিচিত্র আকারে সজ্জিত করেছে। এখানে সহস্র বৎসরের বর্ষা আপন অশ্রুচিহ্ন-রেখা রেখে গিয়েছে এবং সহস্র বৎসরের বসন্ত এর প্রত্যেক ভিত্তি-ছিদ্রে আপন যাতায়াতের তারিখ হরিদ্বর্ণ অঙ্কে অঙ্কিত করেছে। একদিক থেকে এ'কে নগর বলা যেতে পারে একদিক থেকে এ'কে অরণ্য বলা যায়। এখানে কেবল ছায়া এবং বিশ্রাম, চিন্তা এবং বিষাদ বাস করতে পারে। এখানকার ঝিল্লিমুখরিত অরণ্যমর্ম্মরের মধ্যে এখানকার বিচিত্রভঙ্গী জটাভারগ্রস্ত শাখা প্রশাখা ও রহস্যময় পুরাতন অট্টালিকাভিত্তির মধ্যে শতসহস্র ছায়াকে কায়াময়ী ও কায়াকে মায়াময়ী বলে' ভ্রম হয়। এখানকার এই সনাতন মহাছায়ার মধ্যে সত্য এবং কল্পনা ভাই বোনের মত নির্ব্বিরোধে আশ্রয় গ্রহণ করেচে। অর্থাৎ প্রকৃতির বিশ্বকার্য্য এবং মানবের মানসিক সৃষ্টি পরস্পর জড়িত বিজড়িত হয়ে নানা আকারের ছায়াকুঞ্জ নির্ম্মাণ করেছে। এখানে ছেলেমেয়েরা সারাদিন খেলা করে কিন্তু জানেনা তা খেলা, এবং বয়স্ক লোকেরা নিশিদিন স্বপ্ন দেখে কিন্তু মনে করে তা কর্ম্ম। জগতের মধ্যাহ্নসূর্য্যালোক ছিদ্রপথে

প্রবেশ করে' কেবল ছোট ছোট মাণিকের মত দেখায়, প্রবল ঝড় শত শত সঙ্কীর্ণ শাখাসঙ্কটের মধ্যে প্রতিহত হয়ে মৃদু মর্ম্মরের মত মিলিয়ে আসে। এখানে জীবন ও মৃত্যু, সুখ ও দুঃখ, আশা ও নৈরাশ্যের সীমাচিহ্ন লুপ্ত হয়ে এসেচে, অদৃষ্টবাদ এবং কর্ম্মকাণ্ড, বৈরাগ্য এবং সংসার-যাত্রা এক সঙ্গেই ধাবিত হয়েচে। আবশ্যক এবং অনাবশ্যক, ব্রহ্ম এবং মৃৎপুত্তল, ছিন্নমূল শুষ্ক অতীত এবং উদ্ভিন্নকিশলয় জীবন্ত বর্ত্তমান সমান সমাদর লাভ করেছে। শাস্ত্র যেখানে পড়ে' আছে সেইখানে পড়ে'ই আছে এবং শাস্ত্রকে আচ্ছন্ন করে' যেখানে সহস্র প্রথাকীটের প্রাচীন বল্মীক উঠেছে সেখানেও কেহ অলস ভক্তিভরে হস্তক্ষেপ করে না। গ্রন্থের অক্ষর এবং গ্রন্থকীটের ছিদ্র দুই এখানে সমান সম্মানের শাস্ত্র। এখানকার অশ্বত্থবিদীর্ণ ভগ্ন মন্দিরের মধ্যে দেবতা এবং উপদেবতা একত্রে আশ্রয় গ্রহণ করে বিরাজ করচে।

এখানে কি তোমাদের জগৎযুদ্ধের সৈন্যশিবির স্থাপন করবার স্থান! এখানকার ভগ্ন ভিত্তি কি তোমাদের কল-কারখানা তোমাদের অগ্নিশ্বসিত সহস্রবাহু লৌহদানবদের কারাগার নির্ম্মাণের যোগ্য! তোমাদের অস্থির উদ্যমের বেগে এর প্রাচীন ইষ্টকগুলিকে ভূমিসাৎ করে' দিতে পার বটে, কিন্তু তার পরে পৃথিবীর এই অতিপ্রাচীন শয্যা-শায়ী জাতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে! এই নিশ্চেষ্টনিবিড়

মহা নগরারণ্য ভেঙ্গে গেলে সহস্র মৃতবৎসরের যে একটি বৃদ্ধ ব্রহ্মদৈত্য এখানে চিরনিভৃত আবাস গ্রহণ করেছিল সেও যে সহসা নিরাশ্রয় হয়ে পড়বে!

এরা বহুদিন স্বহস্তে গৃহনির্ম্মাণ করেনি, সে অভ্যাস এদের নেই, এদের সমধিক চিন্তাশীলগণের সেই এক মহৎ গর্ব্ব। তারা যে কথা নিয়ে লেখনীপুচ্ছ আস্ফালন করে সে কথা অতি সত্য, তার প্রতিবাদ করা কারো সাধ্য নয়। বাস্তবিকই অতি প্রাচীন আদিপুরুষের বাস্তভিত্তি এদের কখনো ছাড়তে হয় নি। কালক্রমে অনেক অবস্থা-বৈসদৃশ্য, অনেক নূতন সুবিধা অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু সবগুলিকে টেনে নিয়ে, মৃতকে এবং জীবিতকে, সুবিধাকে এবং অসুবিধাকে প্রাণপণে সেই পিতামহ-প্রতিষ্ঠিত একভিত্তির মধ্যে ভুক্ত করা হয়েচে। অসুবিধার খাতিরে এরা কখনো স্পর্দ্ধিত ভাবে স্বহস্তে নূতন গৃহনির্ম্মাণ বা পুরাতন গৃহসংস্কার করেছে এমন গ্লানি এদের শত্রু-পক্ষের মুখেও শোনা যায় না। যেখানে গৃহছাদের মধ্যে ছিদ্রপ্রকাশ পেয়েছে সেখানে অযত্নসম্ভূত বটের শাখা কদাচিৎ ছায়া দিয়েছে, কালসঞ্চিত মৃত্তিকাস্তরে কথঞ্চিৎ ছিদ্ররোধ করেছে।

এই বনলক্ষ্মীহীন ঘন বনে, এই পুরলক্ষ্মীহীন ভগ্ন পুরীর মধ্যে আমরা ধুতিটি চাদরটি পরে' অত্যন্ত মৃদুমন্দ-ভাবে বিচরণ করি, আহারান্তে কিঞ্চিৎ নিদ্রা দিই, ছায়ায়

বসে' তাস পাশা খেলি, যা' কিছু অসম্ভব এবং সাংসারিক কাজের বাহির তাকেই তাড়াতাড়ি বিশ্বাস করতে ভালবাসি, যা কিছু কার্য্যোপযোগী এবং দৃষ্টিগোচর তার প্রতি মনের অবিশ্বাস কিছুতে সম্যক দূর হয় না, এবং এরি উপর কোন ছেলে যদি শিকিমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করে তাহলে আমরা সকলে মিলে মাথা নেড়ে বলি সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতং।

এমন সময় তোমরা কোথা থেকে হঠাৎ এসে আমাদের জীর্ণ পঞ্জরে গোটা দুই তিন প্রবল খোঁচা দিয়ে বল্‌চ "ওঠ ওঠ; তোমাদের শয়নশালায় আমরা আপিস স্থাপন করতে চাই। তোমরা ঘুমচ্ছিলে বলে' যে সমস্ত সংসার ঘুমচ্ছিল তা নয়। ইতিমধ্যে জগতের অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। ঐ ঘণ্টা বাজ্‌চে, এখন পৃথিবীর মধ্যাহ্নকাল, এখন কর্ম্মের সময়।"

তাই শুনে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ধড়ফড় করে' উঠে' কোথায় কর্ম্ম কোথায় কর্ম্ম করে' গৃহের চার কোণে ব্যস্ত হয়ে বেড়াচ্চে, এবং ওরি মধ্যে যারা কিঞ্চিৎ স্থূলকায় স্ফীতস্বভাবের লোক, তারা পাশমোড়া দিয়ে বল্‌চে "কেহে! কর্ম্মের কথা কে বলে! তা' আমরা কি কর্ম্মের লোক নই বল্‌তে চাও! ভারি ভ্রম! ভারতবর্ষ ছাড়া কর্ম্মস্থান কোথাও নেই। দেখনা কেন, মানব ইতিহাসের প্রথম যুগে এইখানেই আর্য্যবর্ব্বরের যুদ্ধ হয়ে গেছে; এইখানেই

কত রাজ্যপত্তন, কত নীতিধর্ম্মের অভ্যুদয়, কত সভ্যতার সংগ্রাম হয়ে গেছে অতএব কেবলমাত্র আমরাই কর্ম্মের লোক অতএব আমাদের আর কর্ম্ম করতে বোলো না। যদি অবিশ্বাস হয় তবে তোমরা বরং এক কাজ কর—তোমাদের তীক্ষ্ণ ঐতিহাসিক কোদালখানা দিয়ে ভারতভূমির যুগসঞ্চিত বিস্মৃতিস্তর উঠিয়ে দেখ মানব সভ্যতার ভিত্তিতে কোথায় কোথায় আমাদের হস্তচিহ্ন আছে। আমরা ততক্ষণ অম্‌নি আর একবার ঘুমিয়ে নিই।”

এই রকম করে’ আমাদের মধ্যে কেউ কেউ অর্দ্ধ অচেতন জড় মূঢ় দাম্ভিক ভাবে, ঈষৎ উন্মীলিত নিদ্রা-কষায়িত নেত্রে, আলস্যবিজড়িত অস্পষ্ট রুষ্ট হুঙ্কারে জগতের দিবালোকের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করচে, এবং কেউ কেউ গভীর আত্মগ্লানি সহকারে শিথিলস্নায়ু অসাড় উদ্যমকে ভূয়োভূয় আঘাতের দ্বারা জাগ্রত করবার চেষ্টা করচে। এবং যারা জাগ্রতস্বপ্নের লোক, যারা কর্ম্ম ও চিন্তার মধ্যে অস্থিরচিত্তে দোদুল্যমান, যারা পুরাতনের জীর্ণতা দেখতে পায় এবং নূতনের অসম্পূর্ণতা অনুভব করে সেই হতভাগ্যেরা বারম্বার মুণ্ড আন্দোলন করে’ বল্‌চে—

হে নূতন লোকেরা, তোমরা যে নূতনকাণ্ড করতে আরম্ভ করে’ দিয়েছ, এখনো ত তার শেষ হয় নি, এখনো ত তার সমস্ত সত্য মিথ্যা স্থির হয় নি, মানব অদৃষ্টের চিরন্তন সমস্যার ত কোনটারই মীমাংসা হয় নি।

তোমরা অনেক জেনেছ, অনেক পেয়েছ কিন্তু সুখ পেয়েছ কি? আমরা যে বিশ্বসংসারকে মায়া বলে’ বসে’ আছি এবং তোমরা যে এ’কে ধ্রুবসত্য বলে’ খেটে মরচ তোমরা কি আমাদের চেয়ে বেশি সুখী হয়েচ? তোমরা যে নিত্য নূতন অভাব আবিষ্কার করে’ দরিদ্রের দারিদ্র্য উত্তরোত্তর বাড়াচ্ছ, গৃহের স্বাস্থ্যজনক আশ্রয় থেকে অবিশ্রাম কর্ম্মের উত্তেজনায় টেনে নিয়ে যাচ্চ, কর্ম্মকেই সমস্ত জীবনের কর্ত্তা করে’ উন্মাদনাকে বিশ্রামের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেচ তোমরা কি স্পষ্ট জান তোমাদের উন্নতি তোমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্চে?

আমরা সম্পূর্ণ জানি আমরা কোথায় এসেচি। আমরা গৃহের মধ্যে অল্প অভাব এবং গাঢ় স্নেহ নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে নিত্যনৈমিত্তিক ক্ষুদ্র নিকটকর্ত্তব্য সকল পালন করে’ যাচ্চি। আমাদের যতটুকু সুখসমৃদ্ধি আছে ধনী দরিদ্রে, দূর ও নিকট সম্পর্কীয়ে, অতিথি অনুচর ও ভিক্ষুকে মিলে ভাগ করে’ নিয়েচি; যথাসম্ভব লোক যথাসম্ভবমত সুখে জীবন কাটিয়ে দিচ্চি, কেউ কাউকে ত্যাগ করতে চায় না, এবং জীবন ঝঞ্ঝার তাড়নায় কেউ কাউকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয় না।

ভারতবর্ষ সুখ চায় নি, সন্তোষ চেয়েছিল, তা পেয়েওছে এবং সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বত্র তার প্রতিষ্ঠা স্থাপন করেচে। এখন আর তার কিছু করবার। নেই সে বরঞ্চ তার বিশ্রাম-

কাক্ষে বসে' তোমাদের উন্মাদ জীবন-উৎপ্লব দেখে' তোমাদের সভ্যতার চরম সফলতা সম্বন্ধে মনে মনে সংশয় অনুভব করতে পারে। মনে করতে পারে, কালক্রমে অবশেষে তোমাদের যখন একদিন কাজ বন্ধ করতে হবে তখন কি এমন ধীরে এমন সহজে এমন বিশ্রামের মধ্যে অবতরণ করতে পারবে? আমাদের মত এমন কোমল এমন সহৃদয় পরিণতি লাভ করতে পারবে কি? উদ্দেশ্য যেমন ক্রমে ক্রমে লক্ষ্যের মধ্যে নিঃশেষিত হয়, উত্তপ্ত দিন যেমন সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে অবগাহন করে, সেই রকম মধুর সমাপ্তি লাভ করতে পারবে কি? না, কল যে রকম হঠাৎ বিগড়ে যায়, উত্তরোত্তর অতিরিক্ত বাষ্প ও তাপ সঞ্চয় করে' এঞ্জিন যে রকম সহসা ফেটে যায়, একপথবর্ত্তী দুই বিপরীতমুখী রেলগাড়ি পরস্পরের সংঘাতে যেমন অকস্মাৎ বিপর্য্যস্ত হয় সেই রকম প্রবল বেগে একটা নিদারুণ অপঘাতসমাপ্তি প্রাপ্ত হবে?

যাই হোক্, তোমরা এখন অপরিচিত সমুদ্রে অনাবিষ্কৃত তটের সন্ধানে চলেছ অতএব তোমাদের পথে তোমরা যাও আমাদের গৃহে আমরা থাকি এই কথাই ভাল।

কিন্তু মানুষে থাক্‌তে দেয় কই? তুমি যখন বিশ্রাম করতে চাও, পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই যে তখন অশ্রান্ত। গৃহস্থ যখন নিদ্রায় কাতর, গৃহছাড়ারা যে তখন নানা ভাবে পথে পথে বিচরণ করচে।

তা' ছাড়া এটা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য পৃথিবীতে যেখানে এসে তুমি থাম্‌বে সেইখান হ'তেই তোমার ধ্বংশ আরম্ভ হ'বে। কারণ তুমিই কেবল একলা থাম্‌বে আর কেউ থাম্‌বে না। জগৎপ্রবাহের সঙ্গে সমগতিতে যদি না চল্‌তে পার ত প্রবাহের সমস্ত সচল বেগ তোমার উপর এসে আঘাত করবে, একেবারে বিদীর্ণ বিপর্য্যস্ত হবে কিম্বা অল্পে অল্পে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে কালস্রোতের তলদেশে অন্তর্হিত হয়ে যাবে। হয় অবিশ্রাম চল এবং জীবন চর্চ্চা কর, নয় বিশ্রাম কর এবং বিলুপ্ত হও, পৃথিবীর এই রকম নিয়ম।

অতএব আমরা যে জগতের মধ্যে লুপ্তপ্রায় হয়ে আছি তাতে কারো কিছু বলবার নেই। তবে, সে সম্বন্ধে যখন বিলাপ করি তখন এই রকম ভাবে করি যে—পূর্ব্বে যে নিয়মের উল্লেখ করা হল সেটা সাধারণতঃ খাটে বটে।কিন্তু আমরা ওরি মধ্যে এমন একটু সুযোগ করে' নিয়েছিলুম যে আমাদের সম্বন্ধে অনেকদিন খাটেনি। যেমন, মোটের উপরে বলা যায় জরামৃত্যু জগতের নিয়ম কিন্তু আমাদের যোগীরা জীবনীশক্তিকে নিরুদ্ধ করে' মৃতবৎ হয়ে বেঁচে থাক্‌বার এক উপায় আবিষ্কার করেছিলেন। সমাধি অবস্থায় তাঁদের যেমন বৃদ্ধি ছিল না, তেমনি হ্রাসও ছিল না। জীবনের গতিরোধ করলেই মৃত্যু আসে কিন্তু জীবনের গতিকে রুদ্ধ করেই তাঁরা চিরজীবন লাভ করতেন।

আমাদের জাতি সম্বন্ধেও সেই কথা অনেকটা খাটে।

অন্য জাতি যে কারণে মরে আমাদের জাতি সেই কারণকে উপায়স্বরূপ করে’ দীর্ঘজীবনের পথ আবিষ্কার করেছিলেন। আকাঙ্ক্ষার আবেগ যখন হ্রাস হয়ে যায়, শ্রান্ত উদ্যম যখন শিথিল হয়ে আসে তখন জাতি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আমরা বহুযত্নে দুরাকাঙ্ক্ষাকে ক্ষীণ ও উদ্যমকে জড়ীভূত করে’ দিয়ে সমভাবে পরমায়ু রক্ষা করবার উদ্যোগ করেছিলুম।

মনে হয় যেন কতকটা ফললাভও হয়েছিল। ঘড়ির কাঁটা যেখানে আপনি থেমে আসে সময়কেও কৌশলপূর্ব্বক সেইখানে থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পৃথিবী থেকে জীবনকে অনেকটা পরিমাণে নির্ব্বাসিত করে’ এমন একটা মধ্য আকাশে তুলে রাখা গিয়েছিল যেখানে পৃথিবীর ধূলো বড় পৌঁছত না, সর্ব্বদাই সে নির্লিপ্ত, নির্ম্মল, নিরাপদ থাক্‌ত।

কিন্তু, একটা জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, কিছুকাল হল নিকটবর্ত্তী কোন্ এক অরণ্য থেকে এক দীর্ঘজীবী যোগমগ্ন যোগীকে কলিকাতায় আনা হয়েছিল। এখানে বহু উপদ্রবে তার সমাধি ভঙ্গ করাতে তার মৃত্যু হয়। আমাদের জাতীয় যোগনিদ্রাও তেম্‌নি বাহিরের লোক বহু উপদ্রবে ভেঙ্গে দিয়েছে। এখন অন্যান্য জাতির সঙ্গে তার আর কোন প্রভেদ নেই কেবল প্রভেদের মধ্যে এই যে বহুদিন বহির্বিষয়ে নিরুদ্যম থেকে জীবনচেষ্টায় সে

অনভ্যস্ত হয়ে গেছে। যোগের মধ্যে থেকে একেবারে গোলযোগের মধ্যে এসে পড়েছে।

কিন্তু কি করা যাবে! এখন উপস্থিতমত সাধারণ নিয়মে প্রচলিত প্রথায় আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে হবে। দীর্ঘজটা ও নখ কেটে ফেলে' নিয়মিত স্নানাহার পূর্ব্বক কথঞ্চিৎ বেশভূষা করে' হস্তপদচালনায় প্রবৃত্ত হতে হবে।

কিন্তু সম্প্রতি ব্যাপারটা এই রকম হয়েচে যে, আমরা জটা নখ কেটে ফেলেছি বটে, সংসারের মধ্যে প্রবেশ করে' সমাজের লোকের সঙ্গে মিশ্‌তেও আরম্ভ করেছি কিন্তু মনের ভাবের পরিবর্ত্তন করতে পারিনি। এখনো আমরা বলি আমাদের পিতৃপুরুষেরা শুদ্ধমাত্র হরীতকী সেবন করে' নগ্নদেহে মহত্ত্বলাভ করেছিলেন অতএব আমাদের কাছে বেশভূষা আহার বিহার চালচলনের এত সমাদর কেন? এই বলে' আমরা ধুতির কোঁচাটা বিস্তার-পূর্ব্বক পিঠের উপর তুলে দিয়ে দ্বারের সম্মুখে বসে' কর্ম্ম-ক্ষেত্রের প্রতি অলস অনাসক্ত দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বায়ু সেবন করি।

এটা আমাদের স্মরণ নেই যে যোগাসনে যা পরম সম্মানার্হ, সমাজের মধ্যে তা কদর্য্য বর্ব্বরতা। প্রাণ না থাক্‌লে দেহ যেমন অপবিত্র, ভাব না থাক্‌লে বাহ্যানুষ্ঠানও তদ্রূপ। সম্প্রতি আমাদের সমাজে তার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। একটা উল্লেখ করি।

আজকাল কি একটা হাওয়া পড়বামাত্রই যে সহসা চতুর্দ্দিকে লম্বা টিকি ও মোটা ফোঁটার প্রাদুর্ভাব হয়েছে তাতে আমার বেশি কিছু বলবার নেই। দেখেছি বটে, যাদের বহুকালের বনেদী টিকি তাদের শিখা বিনীত হ্রস্বতা অবলম্বন করে' মস্তকের পশ্চাতে অনেকটা আত্মগোপন করে' থাকে। কিন্তু বর্ত্তমান কালের হঠাৎটিকিগুলি দেখ্‌তে দেখ্‌তে অসম্ভব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে পরম স্পর্দ্ধা-ভরে দোদুল্যমান হতে থাকে। আশঙ্কা আছে, আবার কোন্ দিন এই সকল চিন্তাশীল মস্তকের পশ্চাদ্দেশে সহসা টিকির মড়ক উপস্থিত হবে, তখন এই দম্ভ-দোলকগুলির চিহ্নমাত্র দেখা যাবে না।

কিন্তু কেবল মাত্র একগুচ্ছ কেশসমষ্টির উপর এত কথা সয় না, এবং তার পক্ষে বা বিরুদ্ধে কোন রকম নিগূঢ় ব্যাখ্যাও আমার মনে উদয় হয় নি।

আমার বক্তব্য কেবল এই যে, এই নবাঙ্কুরিত টিকির সঙ্গে সঙ্গে যে একটা মনের ভাব পরিপুষ্টি প্রাপ্ত হচ্চে সেটা বর্ত্তমানের প্রকৃতির সঙ্গে সুসঙ্গত নয়। এ'কে ছোঁব না, ওর সঙ্গে খাব না, অমুক ম্লেচ্ছ, তপোবনের বাহিরে এমন করে' কাজ চলে না।

তোমার আমার মত লোক যা'রা তপস্যাও করিনে, হবিষ্যও খাইনে, জুতো মোজা পরে' ট্র্যামে চড়ে' পান চিবতে চিবতে নিয়মিত আপিসে ইস্কুলে যাই,

যাদের আদ্যোপান্ত তন্ন তন্ন করে' দেখে কিছুতেই প্রতীতি হয় না এরা দ্বিতীয় যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ, গৌতম, জরৎকারু, বৈশম্পায়ন কিম্বা ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন; ছাত্রবৃন্দ, যাদের বালখিল্য তপস্বী বলে' এ পর্য্যন্ত কারো ভ্রম হয়নি; একদিন তিন সন্ধ্যা স্নান করে' একটা হরীতকী মুখে দিলে যাদের তার পরে একাদিক্রমে কিছুকাল আপিস কিম্বা কালেজ কামাই করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে, তাদের পক্ষে এরকম ব্রহ্মচর্য্যের বাহ্যাড়ম্বর করা, পৃথিবীর অধিকাংশ যোগ্যতর মানবজাতীয়ের প্রতি খর্ব্ব নাসিকা সীট্‌কার করা কেবল মাত্র যে অদ্ভুত, অসঙ্গত, হাস্যকর, তা' নয় কিন্তু সম্পূর্ণ ক্ষতিজনক।

বিশেষ কাজের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। পালোয়ান লেংটি পরে,' মাটি মেখে, ছাতি ফুলিয়ে চলে' বেড়ায়, রাস্তার লোক বাহবা বাহবা করে,—তার ছেলেটি নিতান্ত কাহিল এবং বেচারা, এবং এণ্ট্রেন্স পর্য্যন্ত পড়ে' আজ পাঁচ বৎসর বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট্‌ আপিসের অ্যাপ্রেণ্টিস্‌ সেও যদি লেংটি পরে, ধূলো মাখে, এবং উঠ্‌তে বস্‌তে তাল ঠোকে এবং ভদ্রলোকে কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে আমার বাবা পালোয়ান তবে অন্য লোকের যেমনি আমোদ বোধ হোক্‌ আত্মীয় বন্ধুরা তার জন্য সবিশেষ উদ্বিগ্ন না হয়ে থাক্‌তে পারে না। অতএব হয়, সত্যই তপস্যা কর, নয় তপস্যার আড়ম্বর ছাড়।

পুরাকালে ব্রাহ্মণেরা একটি বিশেষ সম্প্রদায় ছিলেন, তাঁদের প্রতি একটি বিশেষ কার্য্যভার ছিল। সেই কার্য্যের বিশেষ উপযোগী হবার জন্য তাঁরা আপনাদের চারিদিকে কতকগুলি আচরণ অনুষ্ঠানের সীমারেখা অঙ্কিত করেছিলেন। অত্যন্ত সতর্কতার সহিত তাঁরা আপনার চিত্তকে সেই সীমার বাহিরে বিক্ষিপ্ত হতে দিতেন না। সকল কাজেরই এইরূপ একটা উপযোগী সীমা আছে যা অন্য কাজের পক্ষে বাধা মাত্র। ময়রার দোকানের মধ্যে অ্যাটর্নি নিজের ব্যবসায় চালাতে গেলে সহস্র বিঘ্নের দ্বারা প্রতিহত না হয়ে থাক্‌তে পারেন না এবং ভূতপূর্ব্ব অ্যাটর্নির অ'পিসে যদি বিশেষ কারণবশতঃ ময়রার দোকান খুল্‌তে হয় তা হলে কি চৌকি টেবিল কাগজ পত্র এবং স্তরে স্তরে সুসজ্জিত ল-রিপোর্টের প্রতি মমতা প্রকাশ করলে চলে?

বর্ত্তমান কালে ব্রাহ্মণের সেই বিশেষত্ব আর নেই। কেবল অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এবং ধর্ম্মালোচনায় তাঁরা নিযুক্ত ন'ন্। তাঁরা অধিকাংশই চাক্‌রি করেন, তপস্যা করতে কাউকে দেখিনে। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ব্রাহ্মণেতর জাতির কোন কার্য্যবৈষম্য দেখা যায় না এমন অবস্থায় ব্রহ্মণ্যের গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ থাকার কোন সুবিধা কিম্বা সার্থকতা দেখ্‌তে পাইনে।

কিন্তু সম্প্রতি এম্‌নি হয়ে দাঁড়িয়েছে যে ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম যে

কেবল ব্রাহ্মণকেই বদ্ধ করেছে তা নয়। শূদ্র, শাস্ত্রের বন্ধন যাঁদের কাছে কোন কালেই দৃঢ় ছিল না তাঁরাও কোন এক অবসরে পূর্ব্বোক্ত গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করে' বসে' আছেন, এখন আর কিছুতেই স্থান ছাড়তে চান না।

পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণেরা শুদ্ধমাত্র জ্ঞান ও ধর্ম্মের অধিকার গ্রহণ করাতে স্বভাবতই শূদ্রের প্রতি সমাজের বিবিধ ক্ষুদ্র কাজের ভার ছিল, সুতরাং তাঁদের উপর থেকে আচার বিচার মন্ত্র তন্ত্রের সহস্র বন্ধন পাশ প্রত্যাহরণ করে' নিয়ে তাঁদের গতিবিধি অনেকটা অব্যাহত রাখা হয়েছিল। এখন ভারতব্যাপী একটা প্রকাণ্ড লূতাতন্তুজালের মধ্যে ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলেই হস্তপদ বদ্ধ হয়ে মৃতবৎ নিশ্চল পড়ে' আছেন। না তাঁরা পৃথিবীর কাজ করচেন, না পারমার্থিক যোগসাধন করচেন। পূর্ব্বে যে সকল কাজ ছিল তাও বন্ধ হয়ে গেছে, সম্প্রতি যে কাজ আবশ্যক হয়ে পড়েছে তাকেও পদে পদে বাধা দেওয়া হচ্চে।

অতএব বোঝা উচিত এখন আমরা যে সংসারের মধ্যে সহসা এসে পড়েছি এখানে প্রাণ এবং মান রক্ষা করতে হলে সর্ব্বদা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আচার বিচার নিয়ে খুঁৎ খুঁৎ করে', বসনের অগ্রভাগটি তুলে ধরে', নাসিকার অগ্রভাগটুকু কুঞ্চিত করে' একান্ত সন্তর্পণে পৃথিবীতে চলে' বেড়ালে চল্‌বে না,—যেন এই বিশাল বিশ্বসংসার একটা পঙ্ককুণ্ড, শ্রাবণ মাসের কাঁচা রাস্তা, আর্য্যজনের কমলচরণতলের

অযোগ্য। এখন যদি প্রতিষ্ঠা চাও ত চিত্তের উদার প্রসারতা, সর্ব্বাঙ্গীন নিরাময় সুস্থভাব, শরীর ও বুদ্ধির বলিষ্ঠতা, জ্ঞানের বিস্তার, এবং বিশ্রামহীন তৎপরতা চাই।

সাধারণ পৃথিবীর স্পর্শ সযত্নে পরিহার করে' মহামান্য আপনাটিকে সর্ব্বদা ধুয়ে মেজে ঢেকে ঢুকে অন্য সমস্তকে ইতর আখ্যা দিয়ে ঘৃণা করে' আমরা যে রকম ভাবে চলেছিলুম তাকে আধ্যাত্মিক বাবুয়ানা বলে—এই রকম অতিবিলাসিতায় মনুষ্যত্ব ক্রমে অকর্ম্মণ্য ও বন্ধ্যা হয়ে আসে।

জড় পদার্থকেই কাঁচের আবরণের মধ্যে ঢেকে রাখা যায়। জীবকেও যদি অত্যন্ত পরিষ্কার রাখ্‌বার জন্য নির্ম্মল স্ফটিক আচ্ছাদনের মধ্যে রাখা যায় তা'হলে ধূলি রোধ করা হয় বটে কিন্তু সেই সঙ্গে স্বাস্থ্যও রোধ করা হয়, মলিনতা এবং জীবন দুটোকেই যথাসম্ভব হ্রাস করে' দেওয়া হয়।

আমাদের পণ্ডিতেরা বলে' থাকেন আমরা যে একটি আশ্চর্য্য আর্য্য পবিত্রতা লাভ করেছি তা বহু সাধনার ধন, তা' অতি যত্নে রক্ষা করবার যোগ্য; সেই জন্যই আমরা ম্লেচ্ছ যবনদের সংস্পর্শ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করতে চেষ্টা করে' থাকি।

এ সম্বন্ধে দুটি কথা বল্‌বার আছে। প্রথমতঃ, আমরা সকলেই যে বিশেষরূপে পবিত্রতার চর্চ্চা করে' থাকি তা

নয়, অথচ অধিকাংশ মানবজাতিকে অপবিত্র জ্ঞান করে' একটা সম্পূর্ণ অন্যায় বিচার, অমূলক অহঙ্কার, পরস্পরের মধ্যে অনর্থক ব্যবধানের সৃষ্টি করা হয়। এই পবিত্রতার দোহাই দিয়ে এই বিজাতীয় মানব- ঘৃণা আমাদের চরিত্রের মধ্যে যে কীটের ন্যায় কার্য্য করে তা অনেকে অস্বীকার করে' থাকেন। তাঁরা অম্লানমুখে বলেন, কই আমরা ঘৃণা কই করি? আমাদের শাস্ত্রেই যে আছে "বসুধৈব কুটু-ম্বকং।" অত্যন্ত পরুষভাষী রুক্ষস্বভাব ব্যক্তিও নিজ আচরণের প্রশংসাচ্ছলে বল্‌তে পারেন আমার হৃদয় নির-তিশয় উদার, কারণ নিতান্ত নিঃসম্পর্ক ব্যক্তিকেও আমি সহজেই শ্যালক সম্ভাষণ করে' থাকি এবং সে হিসাবে গণনা করে' দেখ্‌তে গেলে প্রায় আমার বসুধৈব কুটুম্বকঃ। শাস্ত্রে কি আছে, এবং বুদ্ধিমানের ব্যাখ্যায় কি দাঁড়ায় তা বিচার্য্য নয় কিন্তু আচরণে কি প্রকাশ পায়, এবং সে আচ-রণের আদিম কারণ যাই থাক্ তার থেকে সাধারণের চিত্তে স্বভাবতই মানব ঘৃণার উৎপত্তি হয় কি না, এবং কোন একটি জাতির আপামরসাধারণে অপর সমস্ত জাতিকে নির্ব্বিচারে ঘৃণা করবার অধিকারী কিনা তাই বিবেচনা করে' দেখ্‌তে হবে।

আর একটি কথা—জড় পদার্থই বাহ্য মলিনতায় কল-ঙ্কিত হয়। সখের পোষাকটি পরে' যখন বেড়াই তখন অতি সন্তর্পণে চল্‌তে হয়। পাছে ধূলো লাগে, জল লাগে,

কোন রকম দাগ লাগে, অত্যন্ত সাবধানে আসন গ্রহণ করতে হয়। পবিত্রতা যদি পোষাক হয় তবেই ভয়ে ভয়ে থাক্‌তে হয় পাছে এর ছোঁয়া লাগ্‌লে কালো হয়ে যায়, ওর হাওয়া লাগ্‌লে চিহ্ন পড়ে। এমন একটি পোষাকী পবিত্রতা নিয়ে সংসারে বাস করা কি বিষম বিপদ! জন-সমাজের রণক্ষেত্রে, কর্ম্মক্ষেত্রে এবং রঙ্গভূমিতে ঐ অতি-পরিপাটী পবিত্রতাকে সাম্‌লে চলা অত্যন্ত কঠিন হয় বলে' শুচিবায়ুগ্রস্ত দুর্ভাগা জীব আপন বিচরণক্ষেত্র অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ করে' আনে, আপনাকে কাপড়টা চোপড়টার মত সর্ব্বদা সিন্ধুকের মধ্যে তুলে রাখে, মনুষ্যের পরিপূর্ণ বিকাশ কখনই তার দ্বারা সম্ভব হয় না।

আত্মার আন্তরিক পবিত্রতার প্রভাবে বাহ্য মলিনতাকে কিয়ৎ পরিমাণে উপেক্ষা না করলে চলে না। অত্যন্ত রূপপ্রয়াসী ব্যক্তি বর্ণবিকারের ভয়ে পৃথিবীর ধূলামাটি জলরৌদ্র বাতাসকে সর্ব্বদা ভয় করে' চলে এবং ননীর পুঁতুলটি হয়ে নিরাপদ স্থানে বিরাজ করে; ভুলে যায় যে বর্ণ-সৌকুমার্য্য সৌন্দর্য্যের একটি বাহ্য উপাদান কিন্তু স্বাস্থ্য তার একটি প্রধান আভ্যন্তরিক প্রতিষ্ঠাভূমি—জড়ের পক্ষে এই স্বাস্থ্য অনাবশ্যক সুতরাং তাকে ঢেকে রাখ্‌লে ক্ষতি নেই। কিন্তু আত্মাকে যদি মৃত আত্মা জ্ঞান না কর যদি সে জীবন্ত আত্মা হয় তবে কিয়ৎ পরিমাণে মলিনতার আশঙ্কা থাক্‌লেও তার স্বাস্থ্যের উদ্দেশে তার বল উপা-

র্জ্জনের উদ্দেশে তাকে সাধারণ জগতের সংস্রবে আনা আবশ্যক।

আধ্যাত্মিক বাবুয়ানা কথাটা কেন ব্যবহার করেছিলুম এইখানে তা বোঝা যাবে। অতিরিক্ত বাহ্যসুখপ্রিয়তাকেই বিলাসিতা বলে, তেমনি অতিরিক্ত বাহ্যপবিত্রতাপ্রিয়তাকে আধ্যাত্মিক বিলাসিতা বলে। একটু খাওয়াটি শোওয়াটি বসাটির ইদিক ওদিক হলেই যে সুকুমার পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হয় তা বাবুয়ানার অঙ্গ। এবং সকল প্রকার বাবুয়ানাই মনুষ্যত্বের বলবীর্য্য নাশক।

কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম আমাদের খাওয়া শোওয়া বসা চলাফেরা সমস্ত অধিকার করে' আছে এই বলে'; আমরা গর্ব্ব করে' থাকি। আমরা বলি আর কোন দেশে মানুষের ছোটবড় প্রত্যেক কাজে, সমাজের উচ্চনীচ প্রত্যেক বিভাগে ধর্ম্মের হস্তক্ষেপ নেই। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয় সেটা আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয়।

কারণ, তা'তে করে' হয় নির্ব্বিকার ধর্ম্মকে চঞ্চল পরিবর্ত্তনের উপর প্রতিষ্ঠা করা হয়, নয় পরিবর্ত্তনধর্ম্মী সমাজকে অপরিবর্ত্তনীয় ধর্ম্মনিয়মে বদ্ধ করে' নির্জ্জীব করে' দেওয়া হয়। হয়, ধর্ম্ম সর্ব্বদাই টলমল করে, নয় সমাজ চিরকাল হ্রাসবৃদ্ধিহীন পাষাণ-নিশ্চলতা লাভ করে।

আমরা কি করে' খাব, কি করে' শোব, কাকে ছোঁব, কাকে ছোঁবনা, এর মধ্যেও যদি মানুষের যুক্তির স্বাধীনতা

না থাকে, সমস্ত বুদ্ধি যদি কেবল অক্ষরে অক্ষরে শাস্ত্রীয় শ্লোকের ব্যাখ্যাতেই নিযুক্ত থাকে এবং ঈশ্বররচিত এই মহা প্রকৃতিশাস্ত্রের নিয়ম অনুসন্ধান ও তদনুসারে চলতে চেষ্টা করাকে অনাবশ্যক জ্ঞান করা হয় তবে এমন একটি সমাজযন্ত্র নির্ম্মিত হয় যেখানে শাস্ত্রের চাবি দম দিচ্চে এবং কলের পুঁতুল একান্ত বিশুদ্ধ নিয়মে চলে' বেড়াচ্চে।

এখনিত দেখা যায়, কথায় কথায় রব উঠচে, হিঁদুয়ানি গেল হিঁদুয়ানি গেল। কলিকাতার পথপার্শ্বস্থ প্রত্যেক গৃহভিত্তি বড় বড় অক্ষরে ঘোষণা করচে, হিঁদুয়ানি যায় হিঁদুয়ানি যায়। বাঙ্গলা দেশের গৃহে গৃহে সভায় সভায় বক্তারা কাষ্ঠমঞ্চের উপর চড়ে' জগতের কানের কাছে প্রাণপণে চীৎকার করচেন হিঁদুয়ানী থাকে না, হিঁদুয়ানী থাকে না। কি হয়েছে কি হয়েছে শব্দে সবাই ছুটে বেরিয়ে এল—উত্তর শুনতে পেলে বারো বৎসরের অপরিণত বালিকাকে যদি বালিকার ভাবে না দেখ্‌তে পার তবে হিঁদুয়ানি আর থাকে না। প্রথাটা ভাল কি মন্দ, সাধু কি অসাধু, মনুষ্যোচিত কি পাশব, যুক্তি এবং স্বাধীন ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা তার কোন মীমাংসা চেষ্টা অনাবশ্যক, কেবল কথাটা এই সে না থাক্‌লে হিঁদুয়ানি থাকে না! তাই শুনে, হিন্দুধর্ম্মের মহত্ত্বের প্রতি যাদের বিশ্বাস আছে তারা লজ্জায় নতশির হয়ে রইল। শুনে, হিন্দুধর্ম্ম এবং

হিঁদুয়ানী এই দুটো শব্দকে স্বতন্ত্র জাতিতে পৃথক করে' রাখ্‌তে ইচ্ছা করে।

যাই হোক্ আমরা আপনাকে বোঝাতে পারি যে হিঁদুয়ানীর সমস্তই ভাল কারণ হিঁদুয়ানীর সমস্তই ধর্ম্ম নিয়ম; যুক্তির দ্বারা যদি বা কারো বিশ্বাস জন্মে যে কোন একটা সমাজপ্রথা সমাজের পক্ষে অমঙ্গলজনক তথাপি সেটা পালন করা ধর্ম্ম, কারণ আমাদের সমস্ত সমাজ-নিয়মই ধর্ম্মানুগত অতএব যুক্তি এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা ধর্ম্মকে অধর্ম্ম বলে' দাঁড় করানো যেতে পারে না; আপনাকে এবং আপনার শিষ্যদের বোঝাতে পারি যে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্য নামক এক প্রকার অ্যানিম্যল্ ম্যাগ্নেটিস্‌ম্, অথবা আধ্যাত্মিক তেজ অথবা কি একটা অনির্ব্বচনীয় শক্তি রক্ষার পক্ষে জাতিভেদ একান্ত আবশ্যক—কিন্তু প্রকৃতিকে এরূপ বিপরীত ব্যাখ্যায় ভোলাতে পারবো না। সে কোন উত্তর দেবে না কেবল মনে মনে বল্‌বে—ভাল, তবে আধ্যাত্মিক তেজ রক্ষা কর এবং—মর!

কিন্তু এখন সমস্ত জাতিকে রক্ষা করতে হবে, কেবল টিকি এবং পৈতেটুকুকে নয়! আপনার সমগ্র মনুষ্যত্বকে মানবের সংশ্রবে আন্‌তে হবে, কেবল প্রাণহীন কঠিন ব্রহ্মণ্যের মধ্যে তাকে আগ্‌লে রেখে অজ্ঞতা এবং অন্ধ দাম্ভিকতার দ্বারা তাকে বনেদী বংশের অত্যন্ত আদুরে ছেলেটির মত স্থূল এবং অকর্ম্মণ্য করে' তুল্লে আর অধিক দিন চল্‌বে না।

কিন্তু সঙ্কীর্ণতা এবং নির্জ্জীবতা অনেকটা পরিমাণে নিরাপদ সে কথা অস্বীকার করা যায় না। যে সমাজে মানবপ্রকৃতির সম্যক্ স্ফূর্ত্তি এবং জীবনের প্রবাহ আছে, সে সমাজকে বিস্তর উপদ্রব সইতে হয় সে কথা সত্য। যেখানে জীবন অধিক, সেখানে স্বাধীনতা অধিক, এবং সেখানে বৈচিত্র্য অধিক। সেখানে ভাল মন্দ দুই প্রবল। যদি মানুষের নখদন্ত উৎপাটন করে' আহার কমিয়ে দিয়ে দুই বেলা চাবুকের ভয় দেখান হয় তা হলে একদল চলৎ-শক্তি রহিত অতি নিরীহ পোষা প্রাণীর সৃষ্টি হয়, জীব-স্বভাবের বৈচিত্র্য একেবারে লোপ হয়, দেখে' বোধ হয়, ভগবান এই পৃথিবীকে একটা প্রকাণ্ড পিঞ্জররূপে নির্ম্মাণ করেছেন, জীবের আবাসভূমি করেন নি।

কিন্তু সমাজের যে সকল প্রাচীন ধাত্রী আছেন তাঁরা মনে করেন সুস্থ ছেলে দুরন্ত হয়, এবং দুরন্ত ছেলে কখন কাঁদে, কখন ছুটোছুটি করে, কখনো বাইরে যেতে চায়, তাকে নিয়ে বিষম ঝঞ্ঝাট অতএব তার মুখে কিঞ্চিৎ অহিফেন দিয়ে তা'কে যদি মৃতপ্রায় করে' রাখা যায় তা হলেই বেশ নির্ভাবনায় গৃহকার্য্য করা যেতে পারে।

বালিকাকে যদি কিশোরী করে' বিবাহ দেওয়া যায় তবে তার অনেক বিপদ, বালককে যদি যৌবনকাল পর্য্যন্ত অবিবাহিত রাখা যায় তবে তার অনেক আশঙ্কা, জ্ঞান-

শিক্ষার দ্বারা স্ত্রীলোকদের যদি চিত্তস্ফূর্ত্তির উপায় করে' দিতে হয় তবে তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক বিস্তর ভাবনা। তার চেয়ে বালক বালিকার বিবাহ দিয়ে স্ত্রীলোকদের অশিক্ষিত রেখে অনেক সতর্কতা, সংযম এবং পরিশ্রমের হাত এড়ানো যেতে পারে।

তা ছাড়া, স্ত্রীলোকদের লেখাপড়া শেখাবার আবশ্যক কি? লেখাপড়া না শিখে তারা কি এতকাল ঘরকন্নার কাজ চালায় নি? তাদের যে কাজ তাতে সম্পূর্ণ চিত্তবিকাশের কোন প্রয়োজন করে না। রন্ধন কার্য্যে রসায়ন বিদ্যা যে অত্যাবশ্যক তা বলা যায় না, এবং গর্ভধারণে তীক্ষ্ণ চিন্তাশক্তি কোন সহায়তা করে না।

বিশেষতঃ যদি স্ত্রীলোক হঠাৎ জান্‌তে পায় বাসুকীর মাথার উপর পৃথিবী নেই, পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করচে, তাহলে কি আর স্ত্রী-চরিত্রের কমনীয়তা রক্ষা হবে, এবং স্ত্রীলোক যদি একবার সাহিত্য ইতিহাসের আস্বাদ পায় তা হলে সে কি আর আপনার গর্ভের ছেলেকে কিছুতে ভাল বাস্‌তে পারবে?

কিন্তু কাজ চালানো নিয়ে বিষয় নয়। মানুষকে কাজও চালাতে হবে এবং তার চেয়ে অনেক বেশি হতে হবে। এমন কি কাজ চালানো ছাড়িয়েও যত বেশি উঠ্‌তে পারি ততই বেশি মনুষ্যত্ব। কেবলমাত্র যে ব্যক্তি চাষ করতে পারে সে চাষা, তার দ্বারা আমরা যতই উপকার পাই

আমাদের সমকক্ষ মনুষ্য বলে আমরা তাকে সমাদর করতে পারিনে।

অতএব, স্ত্রীলোকেরা যে কেবল আমাদের বিশেষ কাজ করবেন এবং কেবলমাত্র তারই জন্যে উপযোগী হবেন তাই তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট নয়; তাঁরা কেবল ভার্য্যা এবং গর্ভ-ধারিণী নন্ তাঁরা মানবী, অতএব সাধারণ বুদ্ধি এবং সাধারণ জ্ঞান তাঁদের উন্নতির পক্ষেও আবশ্যক। কেবল তাই নয়, বল্‌তে সাহস হয় না, গড়ের মাঠ যদি সাধারণের জন্যে হয় তবে এই গড়ের মাঠের হাওয়ায় তাঁদেরও শরীরের স্বাস্থ্য এবং চিত্তের প্রফুল্লতা ও কমনীয়তা সাধন করা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয়। তাঁরা আমাদের স্ত্রী এবং জননী বলেই যে তাঁদের এই পৃথিবীর শোভা স্বাস্থ্য জ্ঞান বিজ্ঞান থেকে বঞ্চিত করা অত্যাবশ্যক এ কথার কোন অর্থ বোঝা যায় না।

এমন কথা কেন কেহ বলেন না যে, "দয়ামায়া স্নেহ-প্রেমের চর্চ্চা পুরুষের পক্ষে যে কেবল মাত্র অনাবশ্যক তা নয় হানিজনক ? কারণ, হৃদয়ের চর্চ্চায় পুরুষেরা কঠিন কর্ম্মক্ষেত্রের অনুপযোগী হয়ে পড়েন। পুরুষের এমন শিক্ষা হওয়া উচিত যা'তে করে' কেবলমাত্র পুরুষের বিশেষত্বটুকুই প্রস্ফুটিত হয়!"

বরং বিপরীত কথাই বরাবর শুনে আস্‌চি, সকলেই একবাক্যে বলেন কেবল বুদ্ধি বিদ্যা কর্ম্মিষ্ঠতাতেই পুরুষের

পূর্ণতা সাধন হয়না তার [illegible] সহৃদয়তা একান্ত আবশ্যক। স্ত্রীলোকের সম্বন্ধেও তাঁরা কেন সেইরূপ বলেন না যে কেবল মাত্র স্নেহ প্রেম এবং গৃহকর্ম্মপটুতাই স্ত্রীলোকের পক্ষে যথেষ্ট নয়; তাঁর মনুষ্যত্ব-সাধনের জন্যে বুদ্ধিবিদ্যার চর্চ্চাও নিতান্ত আবশ্যক।

যদি এমন কথা কেউ বলেন, আমাদের সামর্থ্য নেই অথবা আমাদের রমণীদের সময় নেই, সে স্বতন্ত্র। যদি কোন ব্যবসায়ী লোক বলেন, পড়াশুনা করা, সঙ্গীত শিল্প আলোচনা করা, শরীর মনের স্বাস্থ্য ও প্রফুল্লতা সাধন করার অবসর অথবা শক্তি আমার নেই, আমার সমস্ত সময় এবং সমস্ত অর্থ ব্যবসায়ে না লাগালে নিতান্তই চলেনা, তবে আর কি বল্‌ব? বল্‌ব দুঃখের বিষয়। কিন্তু এ কথা বল্‌বনা ব্যবসায়ীর পক্ষে শরীর মনের উন্নতি সাধনের চেষ্টা একেবারে অনুচিত।

বাড়ির চারিদিকে ফাঁকা স্থান না থাক্‌লেও বাস করা চলে এবং স্ত্রীলোকদের শরীর মনের অপরিণতি সত্ত্বেও ঘরকর্‌নার কাজ চলে' আস্‌চে, কিন্তু তাই বলে' বাগান করা যে অর্থের অসংকার এবং স্ত্রীলোকদের মনুষ্যোচিত সুশিক্ষা দেওয়া যে সময় ও শক্তির অপব্যয় তা কৃপণস্বভাব লোকের কথা। এবং কোন অভিজ্ঞতা না থাকা-সত্ত্বেও যাঁরা কেবল মাত্র কল্পনাবলে সুশিক্ষিতা রমণীদের প্রতি হৃদয়হীনতা প্রভৃতি অমূলক অপবাদ আরোপ করে'

থাকেন তাঁরা যে কেবল মাত্র আপনাদের অজ্ঞতা প্রকাশ করেন তা নয় তাঁরা আপনাদের স্বাভাবিক বর্ব্বরতার পরিচয় দিয়ে থাকেন।

যাঁদের এবিষয়ে কিছু মাত্র অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যটুকু পুনশ্চ জান্‌তে পেরেচেন যে, রমণী স্বভাবতই রমণী। এবং শিক্ষা এমন একটা অত্যাশ্চর্য্য ইন্দ্রজালবিদ্যা নয়, যা'তে করে' নারীকে পুরুষ করে' দিতে পারে। তাঁরা এইটে দেখেছেন শিক্ষিতা রমণীও রোগের সময় প্রিয়জনকে প্রাণপণে সুশ্রূষা করে' থাকেন, শোকের সময় স্বাভাবিক স্ত্রীবুদ্ধিপ্রভাবে তপ্ত হৃদয়ে যথাকালে যথা-বিহিত সান্ত্বনাসুধা বর্ষণ করেন, এবং অনাথ আতুর জনের প্রতি তাঁদের যে স্বাভাবিক করুণা সে তাঁদের শিক্ষার অসম্পূর্ণতার উপর কিছুমাত্র নির্ভর করচে না।

কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি এতে অনেক কাজ এবং অনেক ভাবনা বেড়ে যায়, এবং সমাজ যতই উন্নতি লাভ করে ততই তার দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্যের জটিলতা স্বভাবতঃই বেড়ে উঠ্‌তে থাকে;—যদি আমরা বলি আমরা এতটা পেরে উঠ্‌বনা আমাদের এত উদ্যম নেই শক্তি নেই; যদি আমাদের পিতামাতারা বলে পুত্রকন্যাদের উপযুক্ত বয়স পর্য্যন্ত মনুষ্যত্ব শিক্ষা দিতে আমরা অশক্ত কিন্তু মানুষের পক্ষে যত সত্বর সম্ভব (এমন কি, অসম্ভব বল্লেও হয়) আমরা পিতামাতা হতে প্রস্তুত আছি; যদি আমা-

দের ছাত্রবৃন্দ বলে সংযম আমাদের পক্ষে অসাধ্য, শরীর মনের সম্পূর্ণতা লাভের জন্যে প্রতীক্ষা কর্ত্তে আমরা নিতান্তই অসমর্থ, অকালে অপবিত্র দাম্পত্য আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক এবং হিঁদুয়ানীরও সেই বিধান—আমরা চাইনে উন্নতি, চাইনে ঝঞ্ঝাট—আমাদের এই রকম ভাবেই বেশ চলে' যাবে তবে নিরুত্তর হয়ে থাক্‌তে হয়। কিন্তু এ কথাটুকু বল্‌তেই হয় যে, হীনতাকে হীনতা বলে' অনুভব করাও ভাল কিন্তু বুদ্ধিবলে নির্জ্জীবতাকে সাধুতা এবং অক্ষমতাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা বলে' প্রতিপন্ন করলে সদ্গতির পথ একেবারে আটেঘাটে বন্ধ করা হয়।

সর্ব্বাঙ্গীন মনুষ্যত্বের প্রতি যদি আমাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকে তা হলে এত কথা ওঠে না। তা হলে কৌশলসাধ্য ব্যাখ্যাদ্বারা আপনাকে ভুলিয়ে কতকগুলো সঙ্কীর্ণ বাহ্য সংস্কারের মধ্যে আপনাকে বদ্ধ করার প্রবৃত্তিই হয় না।

আমরা যখন একটা জাতির মত জাতি ছিলুম তখন আমাদের যুদ্ধ বাণিজ্য শিল্প, দেশে বিদেশে গতায়াত, বিজাতীয়দের সঙ্গে বিবিধ বিদ্যার আদান প্রদান, দিগ্বিজয়ী বল এবং বিচিত্র ঐশ্বর্য্য ছিল। আজ বহু বৎসর এবং বহু প্রভেদের ব্যবধানে থেকে কালের সীমান্ত দেশে আমরা সেই ভারত-সভ্যতাকে পৃথিবী হতে অতিদূর-বর্ত্তী একটি তপঃপূত হোমধূমরচিত অলৌকিক সমাধি-

রাজ্যের মত দেখ্‌তে পাই, কিন্তু আমাদের এই বর্ত্তমান স্নিগ্ধচ্ছায়া কর্ম্মহীন নিদ্রালস নিস্তব্ধ পল্লীটির সঙ্গে তার কতকটা ঐক্য অনুভব করে' থাকি, কিন্তু সেটা কখনই প্রকৃত নয়।

আমরা যে কল্পনা করি, আমাদের কেবল আধ্যাত্মিক সভ্যতা ছিল; আমাদের উপবাসক্ষীণ পূর্ব্বপুরুষেরা প্রত্যেকে একলা একলা বসে' আপন আপন জীবাত্মাটি হাতে নিয়ে কেবলি শান দিতেন, তাকে একেবারে কর্ম্মাতীত অতি সূক্ষ্ম জ্যোতির রেখাটুকু করে' তোল্‌বার চেষ্টা, সেটা নিতান্ত কল্পনা।

আমাদের সেই সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন প্রাচীন সভ্যতা বহুদিন হল পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েছে, আমাদের বর্ত্তমান সমাজ তারি প্রেত-যোনী মাত্র। আমাদের অবয়বসাদৃশ্যের উপর ভর করে' আমরা মনে করি আমাদের প্রাচীন সভ্যতারও এইরূপ দেহের লেশমাত্র ছিল না, কেবল একটা ছায়াময় আধ্যাত্মিকতা ছিল। তাতে ক্ষিত্যপতেজের সংশ্রবমাত্র ছিল না, ছিল কেবল খানিকটা মরুৎ এবং ব্যোম।

এক মহাভারত পড়লেই দেখ্‌তে পাওয়া যায় আমাদের তখনকার সভ্যতার মধ্যে জীবনের আবেগ কত বলবান ছিল। তার মধ্যে কত পরিবর্ত্তন কত সমাজ-বিপ্লব, কত বিরোধী শক্তির সংঘর্ষ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সে সমাজ কোন একজন পরম বুদ্ধিমান শিল্পচতুর লোকের

স্বহস্তরচিত অতি সুচারু পরিপাটি সমভাববিশিষ্ট কলের সমাজ ছিল না। সে সমাজে এক দিকে লোভহিংসা ভয় দ্বেষ অসংযত অহঙ্কার, অন্য দিকে বিনয় বীরত্ব আত্মবিসর্জ্জন উদার মহত্ত্ব এবং অপূর্ব্ব সাধুভাব মনুষ্যচরিত্রকে সর্ব্বদা মথিত করে' জাগ্রত করে' রেখেছিল। সে সমাজে সকল পুরুষ সাধু, সকল স্ত্রী সতী, সকল ব্রাহ্মণ তপঃপরায়ণ ছিলেন না। সে সমাজে বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় ছিলেন, দ্রোণ কৃপ পরশুরাম ব্রাহ্মণ ছিলেন, কুন্তী সতী ছিলেন, ক্ষমাপরায়ণ যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয় পুরুষ ছিলেন এবং শত্রুরক্তলোলুপা তেজস্বিনী দ্রৌপদী রমণী ছিলেন! তখনকার সমাজ ভালয় মন্দয় আলোকে অন্ধকারে জীবন-লক্ষণাক্রান্ত ছিল; মানবসমাজ চিহ্নিত বিভক্ত সংযত সমাহিত কারুকার্য্যের মত ছিল না। এবং সেই বিপ্লবসংক্ষুব্ধ বিচিত্র মানববৃত্তির সংঘাত দ্বারা সর্ব্বদা জাগ্রতশক্তিপূর্ণ সমাজের মধ্যে আমাদের প্রাচীন ব্যূঢ়োরস্ক শালপ্রাংশু সভ্যতা উন্নত মস্তকে বিহার করত।

সেই প্রবল বেগবান সভ্যতাকে আজ আমরা নিতান্ত নিরীহ নির্ব্বিরোধী নির্ব্বিকার নিরাপদ নির্জ্জীব ভাবে কল্পনা করে' নিয়ে বল্‌চি আমরা সেই সভ্য জাতি, আমরা সেই আধ্যাত্মিক আর্য্য; আমরা কেবল জপতপ করব, দলাদলি করব; সমুদ্র যাত্রা নিষেধ করে', ভিন্ন জাতিকে অস্পৃশ্য শ্রেণীভুক্ত করে', হিউম্‌কে ম্লেচ্ছ বলে', কন্‌গ্রেস্‌কে

একঘরে করে' আমরা সেই [illegible] প্রাচীন হিন্দুনামের সার্থকতা সাধন করব।

কিন্তু তার চেয়ে যদি সত্যকে ভালবাসি; বিশ্বাস অনুসারে কাজ করি; ঘরের ছেলেদের রাশীকৃত মিথ্যার মধ্যে গোলগাল গলগ্রহের মত না করে তুলে সত্যের শিক্ষায় সরল সবল দৃঢ় করে' উন্নত মস্তকে দাঁড় করাতে পারি; যদি মনের মধ্যে এমন নিরভিমান উদারতার চর্চ্চা করতে পারি যে, চতুর্দ্দিক থেকে জ্ঞান এবং মহত্ত্বকে সানন্দে সবিনয়ে সাদর সম্ভাষণ করে' আন্‌তে পারি, যদি সঙ্গীত শিল্প সাহিত্য ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যার আলোচনা করে', দেশে বিদেশে ভ্রমণ করে', পৃথিবীতে সমস্ত তন্ন তন্ন নিরীক্ষণ করে', এবং মনোযোগ সহকারে নিরপেক্ষ ভাবে চিন্তা করে' আপনাকে চারিদিকে উন্মুক্ত বিকশিত করে' তুলতে পারি তাহলে আমরা যা'কে হিঁদুয়ানী বলে' থাকি তা সম্পূর্ণ টিঁকবে কিনা বল্‌তে পারিনে কিন্তু প্রাচীনকালে যে জীবন্ত সচেষ্ট তেজস্বী হিন্দুসভ্যতা ছিল তার সঙ্গে অনেকটা আপনাদের ঐক্যসাধন করতে পারব।

এইখানে আমার একটি তুলনা মনে উদয় হচ্চে। বর্ত্তমান কালে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা খনির ভিতরকার পাথুরে কয়লার মত। এককালে যখন তার মধ্যে হ্রাসবৃদ্ধি আদান প্রদানের নিয়ম বর্ত্তমান ছিল তখন সে বিপুল অরণ্যরূপে জীবিত ছিল। তখন তার মধ্যে বসন্তবর্ষার

সজীব সমাগম এবং ফলপুষ্পপল্লবের স্বাভাবিক বিকাশ ছিল। এখন তার আর বৃদ্ধি নেই গতি নেই বলে' যে তা অনাবশ্যক তা নয়। তার মধ্যে বহুযুগের উত্তাপ ও আলোক নিহিত ভাবে বিরাজ করচে। কিন্তু আমাদের কাছে তা অন্ধকারময় শীতল। আমরা তার থেকে কেবল খেলাচ্ছলে ঘন কৃষ্ণবর্ণ অহঙ্কারের স্তম্ভ নির্ম্মাণ করচি। কারণ নিজের হাতে যদি অগ্নিশিখা না থাকে তবে কেবলমাত্র গবেষণা দ্বারা পুরাকালের তলে গহ্বর খনন করে' যতই প্রাচীন খনিজপিণ্ড সংগ্রহ করে' আন না কেন তা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য। তাও যে নিজে সংগ্রহ করচি তাও নয়। ইংরাজের রাণীগঞ্জের বাণিজ্যশালা থেকে কিনে আনচি। তাতে দুঃখ নেই কিন্তু করচি কি? আগুন নেই কেবলি ফুঁ দিচ্চি, কাগজ নেড়ে বাতাস করচি এবং কেউ বা তার কপালে সিঁদুর মাখিয়ে সাম্‌নে বসে ভক্তি-ভরে ঘণ্টা নাড়চেন।

নিজের মধ্যে সজীব মনুষ্যত্ব থাক্‌লে তবেই প্রাচীন এবং আধুনিক মনুষ্যত্বকে, পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মনুষ্যত্বকে নিজের ব্যবহারে আন্‌তে পারা যায়।

মৃত মনুষ্যই যেখানে পড়ে' আছে সম্পূর্ণরূপে সেইখান-কারই। জীবিত মনুষ্য দশদিকের কেন্দ্রস্থলে; সে ভিন্নতাব মধ্যে ঐক্য এবং বিপরীতের মধ্যে সেতুস্থাপন করে' সকল সত্যের মধ্যে আপনার অধিকার বিস্তার করে;

একদিকে নত না হয়ে চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হওয়াকেই সে আপনার প্রকৃত উন্নতি জ্ঞান করে।

আমার আশঙ্কা হচ্চে, প্রবন্ধটা ক্রমে অনেকটা উপদেশের মত শুন্‌তে হয়ে আস্‌চে—এজন্যে আমি সর্ব্বসাধারণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। এ রকম দুরভিসন্ধি আমার গোড়ায় ছিল না—তৎপক্ষে আমার কতকগুলি গুরুতর বাধাও আছে।

অল্প দিন হল আমার কোন লেখা যদি আমার দুরদৃষ্টক্রমে কারো অবিকল মনের মত না হত তিনি বল্‌তেন আমি তরুণ, আমি কিশোর, এখনো আমার মতের পাক ধরেনি। আমার এই তরুণ বয়সের কথা আমাকে এতকাল ধরে' এতবার শুন্‌তে হয়েছে যে শুন্‌তে শুন্‌তে আমার মনে এই একটা সংস্কার অজ্ঞাতসারে বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, এই বাঙ্গলাদেশের অধিকাংশ ছেলেই বয়স সম্বন্ধে প্রতিবৎসর নিয়মিত ডবল্‌ প্রোমোশ্‌ন্‌ পেয়ে থাকে কেবল আমিই পাঁচজনের পাকচক্রে কিম্বা নিজের অক্ষমতাবশতঃ কিছুতেই কিশোরকাল উত্তীর্ণ হতে পারলুম না।

এই ত গেল পূর্ব্বের কথা। আবার সম্প্রতি যদি আমার স্বভাববশতঃ আমার কোন রচনায় আমি এমন একটা বিষম অপরাধ করে' বসি যাতে করে' কারো সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য হয়ে পড়ে তা হলে তিনি বলেন আমি

সম্পদের ক্রোড়ে লালিত পালিত, দারিদ্র ধরাধামের অবস্থা কিছুই অবগত নই। আমার সম্বন্ধে এই প্রকারের অনেকগুলো কিম্বদন্তি প্রচলিত থাকাতে আমি সাধারণের সমক্ষে কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত ভাবেই আছি। এই জন্য উচ্চ মঞ্চে আরোহন করে' অসঙ্কোচে উপদেশ দেবার চেষ্টা আমার মনে উদয় হয় না।

বিশেষতঃ এই প্রবন্ধে এতরকম রচনার ত্রুটি আছে যে, সে সমস্ত জেনেশুনে উপদেশ দিতে কিম্বা কোন একটা মত ওরি মধ্যে একটু উচ্চস্বরে বল্‌তে আমার সাহস হয় না। প্রথমতঃ আমার ভাষা সম্বন্ধে আমি চিন্তিত আছি। আমি প্রচলিত ভাষা এবং পুঁথির ভাষার মধ্যে পংক্তিভেদ রক্ষা করি নি।

দ্বিতীয়তঃ ভাবেরও আনুপূর্ব্বিক সঙ্গতি নেই। বিশ্ব-রচনা থেকে আরম্ভ করে দরখাস্ত রচনা পর্য্যন্ত সকল রচনাতেই, হয় সাধারণ থেকে বিশেষের পরিণতি, নয় বিশেষ থেকে সাধারণের উদ্ভব, হয় সূক্ষ্ম হতে স্থূল, নয় স্থূল হতে সূক্ষ্ম, হয় বাষ্প থেকে জল, নয় জল থেকে বাষ্পোদগম হয়ে থাকে। আমি যে প্রথম হতে শেষ পর্য্যন্ত কিসের থেকে কি করেচি ভাল স্মরণ হচ্চে না। যদি কোন তর্ককুশল ব্যক্তি কাজটা তাঁর অযোগ্য না মনে করেন, তবে অনায়াসে প্রমাণ করে' দিতে পারেন যে, এই রচনায় পদে পদে আমার এক পদ আর এক পদকে

প্রতিবাদ করে' চলেচে; আমার এক পদ যখন গতি আশ্রয় করে' অগ্রসর আমার আর একপদ তখন স্থিতি আশ্রয় করে' পশ্চাৎবর্ত্তী; আমার দক্ষিণপদ যখন পূর্ব্বের দিকে আমার বামপদ তখন পশ্চিমের দিকে এবং চলেছি হয়ত উত্তরের দিকে; এ কথা বল্‌লেই আমাকে তৎক্ষণাৎ থাম্‌তে হবে, কারণ, এর ঊর্দ্ধে আর উত্তর নেই।

তৃতীয়তঃ শত্রু মিত্র সকলেই স্বীকার করবেন আমার এ লেখা প্র্যাক্‌টিক্যাল্ হয় নি; সমালোচনা এবং প্রতিবাদ করা ছাড়া সাধারণে এ'কে আর কোন ব্যবহারে আন্‌তে পারবেন না। কিন্তু সেটা আমাদের বংশাবলীর ধারা। ভগবান শাণ্ডিল্য এবং তাঁর সমসাময়িক পিতামহগণ কেউ প্র্যাক্‌টিকাল ছিলেন না। তাঁরা হোমানলে যে পরিমাণে অজস্র ঘৃতব্যয় করেচেন সে খরচটা কি বর্ত্তমান সভ্যতার কোন হিসাবী লোক প্র্যাক্‌টিকাল্ শিরে লিখ্‌তে পারেন?

অবশ্য, তাঁদের সময়েও প্র্যাক্‌টিকাল্ এবং অপ্র্যাক্‌টি-কালের একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল। ভস্মে ঘৃত ঢালাটা তাঁদের কালের বিষয় বুদ্ধিতেও নিতান্ত অপব্যয় বলে বোধ হত। কিন্তু অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে সহসা যে একটি অলৌকিক প্রভাবসম্পন্ন দীপ্তিমান পরম রমণীয় শিখার উদ্ভব হয় সেটাকে তখনকার কালের প্র্যাকটিকাল লোকেরা একটা ফললাভস্বরূপ গণ্য করতেন।

য়ুরোপীয় বিজ্ঞসমাজে যে কোন তত্ত্ব আবিষ্কার হোক্

না কেন, তৎক্ষণাৎ পাঁচজনে' পড়ে', তার উপরে সহস্র পেয়াদা লাগিয়ে, সেটাকে ধরে' বেঁধে নির্য্যাতন করে' কখন বা তার ঘর ভেঙ্গে দিয়ে কখন বা তাকে কারারুদ্ধ করে' তার যথাসর্ব্বস্ব আদায় করে' নিয়ে তবে ছাড়েন; তার বসনাঞ্চল ঝাড়া দিয়ে ভূরিভূরি প্র্যাক্‌টিক্যাল্ ফল বাহির করেন। তাঁরা মন্ত্র পড়ে' এই বিশ্বের মধ্যে থেকে যে ষাটসত্তরটি ভূত নামিয়েছেন তাদের দিয়ে অহর্নিশি ভূতের বেগার খাটিয়ে নেন্।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণও সৃষ্টির অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করে' গেছেন। কিন্তু সত্ত্ব, রজ, তম নিয়ে কারো ধুয়ে খাবার যো নেই; যে পাঁচটি ভূতের সন্ধান পেয়েচেন তাদের দ্বারা সময়ে অসময়ে কোন যে একটা বিশেষ ফল পাওয়া যাবে এমন সম্ভাবনা দেখিনে। অতএব যাঁরা কৌলিক স্বভাবের নিয়ম মানেন তাঁরা আমার এই প্র্যাক্‌টিকাল্ ভাবের অভাব দেখে' দুঃখিত হবেন সন্দেহ নেই কিন্তু বিস্মিত হবেন না।

তারপরে আবার আমরা বাঙ্গালীরা অধিকাংশই চিন্তাশীল এবং দুর্ভাগ্যক্রমে "স্বাধীন" চিন্তাশীল। স্বাধীন চিন্তার অর্থ এই—যে চিন্তার কোন অবলম্বন নেই; যার জন্যে কোন বিশেষ শিক্ষা বা সন্ধান, প্রমাণ বা দৃষ্টান্তের কোন আবশ্যক করে না। আর সকল প্রকার অপবাদই আমাদের সহ্য হয় কিন্তু চিন্তা সম্বন্ধে কারো সাহায্য গ্রহণ

করেছি এ অপবাদ অসহ্য। স্ত্রীলোকদের ন্যায় আমাদের অশিক্ষিতপটুত্ব। প্রচলিত বিজ্ঞানশাস্ত্রের সঙ্গে যতই অনৈক্য হবে আমাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও ততই স্বাধীন চিন্তা সম্পন্ন বলে' সমাদৃত হবে, এবং যতই আমরা অধিক চক্ষু মুদ্রিত করতে পারব, দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে ততই আমাদের সমধিক পারদর্শিতা লাভ হবে।

আমিও এই রকম স্বাধীন চিন্তা ভালবাসি বলে' আমার লেখা প্র্যাক্‌টিকাল্ হয় না। আমাদের চিন্তাশীলগণ কোন্ এক অপূর্ব্ব তপস্যাবলে স্বর্গমর্ত্ত্য উভয়েরই অতীত এক স্বতন্ত্র স্বাধীন লোক লাভ করেচেন; সেই আস্‌মান্‌পুরীর সব চেয়ে সৃষ্টিছাড়া একটা কোণ আশ্রয় করে' আমি পড়ে' থাকি। তবু এখানকার অনেকেই স্বমনঃকল্পিত দর্শন বিজ্ঞানের সৃষ্টি করে' এবং স্বগৃহরচিত পলিটিক্‌স্ চর্চ্চা করে' এই নিরাধার চিন্তা জগতের উন্নতি বিধানের চেষ্টা করে' থাকেন। কিন্তু আমি এম্‌নি হতভাগ্য যে এখানকার লোকেরাও আমার নামে অভিযোগ করে' থাকেন যে, আমার দ্বারা কোন প্র্যাক্‌টিক্যাল্ কাজ হচ্চে না, কেবল আমি রাশি রাশি বাষ্প রচনা করে' দেশের বীর্য্যবলবুদ্ধি আচ্ছন্ন করে' দিচ্চি।

আমি চিহ্নিত অপরাধী। আমি আমার অপরাধ স্বীকার করে' থাকি। অস্মদ্দেশের সকলেই স্বাধীন চিন্তা করে' থাকেন আমিও তাই করি; কিন্তু আমি যে সকল

বিষয় নিয়ে আলোচনা করি তাতে চিন্তার স্বাধীনতার কোন গৌরব নেই। এই, জগতের গাছটা পালাটার কম্পন কিম্বা মর্ম্মর, কিম্বা মলয়বাতাসের হিল্লোল, কিম্বা বড় বাড়াবাড়ি হল ত কৃষ্ণনয়ন এবং মিষ্ট হাস্য; এই নিয়ে নিজের মনে বসে' জাল বোনা, এবং নিজের জালে নিজে জড়িয়ে থাকা এ'টা বড় বেশি কথা হ'ল না। কিন্তু মানবতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, ইতিহাস এবং পলিটিক্স্ যদি সম্পূর্ণ নিজের মন থেকে গড়ে' তুল্‌তে পারা যায় তা' হ'লেই একটা দুরূহ কাজ করা হয় বটে, এবং আমরা যে ত্রিশঙ্কুর স্বর্গরাজ্যে থাকি সেখানকার অধিবাসীদের বিশেষ উপকার করা হয়।

যাই হোক্, আমি ভারতবর্ষ কিম্বা য়ুরোপ সম্বন্ধে কোন নূতন কথা, দুরূহ কথা, কিম্বা কাজের কথা বল্‌তে অক্ষম। আমার মনে স্বতঃ যখন যে ভাবের উদয় হয় তাই মনের মত করে' প্রকাশ করতে সুখ হয় এবং তাই সকলকে শোনাতে ইচ্ছা করে। উপকার করবার জন্যে নয় আনন্দ করবার জন্যে।

এ লেখাটার সেই রকম ভাবেই উৎপত্তি। কখন সমুদ্র-পথে কখন বা য়ুরোপের মহাদেশে যখন যে কথাটা মনে উদয় হয়েছে তখন সেইটেই ডায়ারিতে লিপিবদ্ধ করেছি। বেশি চিন্তা, কিম্বা বহুল অন্বেষণ, কিম্বা কোন বিষয়ের চরম সিদ্ধান্ত পর্য্যন্ত মনে মনে অনুসরণ করবার চেষ্টা

করি নি। সমালোচনার ভাষায় যাকে "গবেষণা" বলা হয় আমার এ লেখায় তার চিহ্নমাত্র নেই। কখন আশা, কখন নৈরাশ্য; কখন হৃদয় একদিকে টেনেছে কখন অভিজ্ঞতা আর একদিকে পথ দেখিয়েছে। হয়ত একটি কিম্বা দুটি মাত্র ঘটনা থেকে একটা বিশ্বাস অলক্ষিতভাবে মনের মধ্যে স্থান লাভ করেছে, কোন রকম বহুল প্রমাণের অপেক্ষা রাখে নি। এই জন্যে আমার এ সমস্ত কথাই কাঁচা, গাছের পল্লবের মত কাঁচা, অল্প আঘাতেই ছিন্ন হয়ে যায় কিন্তু গাছের পক্ষে সে অত্যাবশ্যক, এবং দর্শকের পক্ষেও হয়ত তার এক প্রকার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য থাকৃতে পারে।

বাসস্থানের ব্যবস্থা অনেক রকমের হতে পারে। এক, বসে' বসে' গভীর ভিত্তি খনন করে', মেপেজুখে, একটি ইঁটের পরে আর একটি ইঁট বসিয়ে দৃঢ় অট্টালিকা নির্ম্মাণ করা; কিন্তু তা সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ এবং সেটা কাঁধে করে' টেনে নিয়ে বেড়াবার যো নেই। আর এক রকম আছে, তাঁবুর বন্দোবস্ত; তার অনেক উপস্থিত সুবিধা আছে।

ভ্রমণকালে আমি এই রকমের একটা তাঁবু আশ্রয় করে' ঘুরেছিলুম। বসে' বসে' অসীম ধৈর্য্য সহকারে কোথাও মতের পাকা ইমারৎ বানাবার চেষ্টা করিনি। যথেষ্ট সময়ও

ছিল না এবং আমার মানসিক স্বভাবটাও ঐরকম ভিটে ছাড়া।

যখন চেয়ে দেখি সংসার পথের দুইধারে বড় বড় লক্ষ্মীমন্ত লোক বেড়াটি ফেঁদে, দালানটি তুলে', গোলা ঘরটি পরিপূর্ণ করে, তুলসীতলাটি বাঁধিয়ে, উঠোনটি তক্‌তকে করে' বংশ পরম্পরায় বেশ হৃষ্ট পুষ্ট সন্তুষ্ট হয়ে বাস করচে' অবশিষ্ট পৃথিবী অবশিষ্ট লোকের জিম্মায় ছেড়ে দিয়ে নিজের প্রতিষ্ঠা স্থানটুকুর সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয় বন্ধন করেছে তখন আমার লোভ হয়; গুটিকতক অত্যন্ত পাকা বিশ্বাসের মধ্যে মানসিক গার্হস্থ্য স্থাপন করে' একটি জায়গায় স্থায়িত্ব লাভ করবার জন্যে ক্ষণেককাল মন ব্যাকুল হয়, কিন্তু পরক্ষণেই অদৃষ্টের অলক্ষ্মী নানা প্রলোভনে ভুলিয়ে আবার পথ থেকে পথে, দ্বার থেকে দ্বারে, দেশ থেকে দেশান্তরে টেনে নিয়ে যায়।

যখন দেখ্‌লুম, আমার দশাই এই রকম তখন মনকে এই বলে' প্রবোধ দিলুম—তা, এক রকম ভালই হয়েছে। কারণ, যদি অধিকার স্থাপন করতে চাও তা হলে অল্প পরিমাণের জন্যে বিশ্ব সংসারের অধিকাংশই আপোষে ছেড়ে দিতে হয়। আর যদি কেবল দেখ্‌তে শুন্‌তে উপভোগ করতে চাও তা হলে কিছুরই উপরে দাবী না ছেড়ে সর্ব্বত্রই গতিবিধির পথ মুক্ত রাখা যায়।

সেই কারণে আমি যখন য়ুরোপে গেলুম তখন কিছুই

অধিকারের চেষ্টা করিনি। পথের উপর দিয়ে নয়ন মেলে' চলে' এলুম এবং মনে আপ্‌নি যা উদয় হল তাই সংগ্রহ করে' নিয়ে এলুম—এ কেবল সাহিত্যের ছিটেবুনানী' এতে হাল লাঙ্গল চাষ নিড়েনের কোন সম্পর্ক নেই।

এ'রা কি করে' এত সস্তায় দেশালাই তৈরি করে তা আমি দেখিনি, তা ছাড়া ইস্পাতের ছুরি, কাঁচের বাসন এবং কাপড়ের কল সম্বন্ধেও আমি কোনরূপ সন্ধান করতে পারিনি।

আমি কেবল দেখ্‌লুম, জাহাজ চল্‌চে, গাড়ি চল্‌চে, লোক চল্‌চে, দোকান চল্‌চে, থিয়েটার চল্‌চে, পার্লেমেণ্ট চল্‌চে—সকলই চল্‌চে। ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ সকল বিষয়েই একটা বিপর্য্যয় চেষ্টা অহর্নিশ নিরতিশয় ব্যস্ত হয়ে রয়েছে; মানুষের ক্ষমতার চূড়ান্ত সীমা পাবার জন্যে সকলে মিলে অশ্রান্ত ভাবে ধাবিত হচ্চে।

দেখে' আমার ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি ক্লিষ্ট হয়ে ওঠে, এবং সেই সঙ্গে বিস্ময় সহকারে বলে—হাঁ, এ'রাই রাজাব জাত বটে! আমাদের পক্ষে যা যথেষ্টের চেয়ে ঢের বেশি এদের কাছে তা অকিঞ্চন দারিদ্র্য। এদের অতি সামান্য সুবিধাটুকুর জন্যেও, এদেব অতি ক্ষণিক আমোদের উদ্দেশেও মানুষের শক্তি আপন পেশী এবং স্নায়ু চরম সীমায় আকর্ষণ করে' খেটে মরুচে।

জাহাজে বসে' ভাব্‌তুম এই যে জাহাজটি অহর্নিশি

লৌহবক্ষ বিস্ফারিত করে' চলেছে, ছাদের উপরে নরনারী-গণ কেউ বা বিশ্রাম সুখে কেউ বা ক্রীড়াকৌতুকে নিযুক্ত; কিন্তু এর গোপন জঠরের মধ্যে যেখানে অনন্ত অগ্নিকুণ্ড জ্বলচে,যেখানে অঙ্গারকৃষ্ণ নিরপরাধ নারকীরা প্রতিনিয়তই জীবনকে দগ্ধ করে' সংক্ষিপ্ত করচে,সেখানে কি অসহ্য চেষ্টা, কি দুঃসাধ্য পরিশ্রম, মানব জীবনের কি নির্দ্দয় অপব্যয় অশ্রান্তভাবে চল্‌চে। কিন্তু কি করা যাবে! আমাদের মানব রাজা চলেচেন; কোথাও তিনি থাম্‌তে চান্‌না; অনর্থক কাল নষ্ট কিম্বা পথ কষ্ট সহ্য করতে তিনি অসম্মত।

তাঁর জন্যে অবিশ্রাম যন্ত্রচালনা করে' কেবল মাত্র দীর্ঘ পথকে হ্রাস করাই যথেষ্ট নয়; তিনি প্রাসাদে যেমন আরামে যেমন ঐশ্বর্য্যে থাকেন পথেও তার তিলমাত্র ত্রুটি চাননা। সেবার জন্যে শত শত ভৃত্য অবিরত নিযুক্ত, ভোজনশালা সঙ্গীতমণ্ডপ সুসজ্জিত স্বর্ণচিত্রিত শ্বেত প্রস্তর মণ্ডিত শত বিদ্যুদ্দীপে সমুজ্জ্বল। আহার কালে চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়ের সীমা নেই। জাহাজ পরিষ্কার রাখ্‌বার জন্যে কত নিয়ম কত বন্দোবস্ত; জাহাজের প্রত্যেক দড়িটুকু যথাস্থানে সুশোভন ভাবে গুছিয়ে রাখবার জন্যে কত দৃষ্টি।

যেমন জাহাজে, তেমনি পথে ঘাটে দোকানে নাট্য-শালায় গৃহে সর্ব্বত্রই আয়োজনের আর অবধি নেই। দশ-দিকেই মহামহিম মানুষের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের ষোড়শো-

পচারে পূজা হচ্চে। তিনি মুহূর্ত্তকালের জন্যে যাতে সন্তোষ লাভ করবেন তার জন্যে সম্বৎসরকাল চেষ্টা চল্‌চে।

এ রকম চরমচেষ্টাচালিত সভ্যতা যন্ত্রকে আমাদের অন্তর্ম্মনস্ক দেশীয় স্বভাবে যন্ত্রনা জ্ঞান করত। দেশে যদি একমাত্র যথেচ্ছাচারী বিলাসী রাজা থাকে তবে তার সৌখীনতার আয়োজন করবার জন্যে অনেক অধমকে জীবনপাত কর্‌তে হয়, কিন্তু যখন শতসহস্র রাজা তখন মনুষ্যকে নিতান্ত দুর্ব্বহ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়তে হয়। কবিবর Hood-রচিত Song of the Shirt সেই ক্লিষ্ট মানবের বিলাপ সঙ্গীত।

খুব সম্ভব দুর্দ্দান্ত রাজার শাসনকালে ইজিপ্টের পিরামিড্‌ অনেকগুলি প্রস্তর এবং অনেকগুলি হতভাগ্য মানবজীবন দিয়ে রচিত হয়। এখনকার এই পরম সুন্দর অভ্রভেদী সভ্যতা দেখে' মনে হয় এও উপরে পাষাণ নীচে পাষাণ এবং মাঝখানে মানবজীবন দিয়ে গঠিত হচ্চে। ব্যাপারটা অসম্ভব প্রকাণ্ড এবং কারুকার্য্যও অপূর্ব্ব চমৎকার, তেমনি ব্যয়ও নিতান্ত অপরিমিত। সেটা বাহিরে কারো চোখে পড়ে না কিন্তু প্রকৃতির খাতায় উত্তরোত্তর তার হিসাব জমা হচ্চে। প্রকৃতির আইন অনুসারে উপেক্ষিত ক্রমে আপনার প্রতিশোধ নেবেই। যদি টাকার প্রতি বহু যত্ন করে' পয়সার প্রতি নিতান্ত অনাদর করা যায় তা হলে

সেই অনাদৃত তাম্রখণ্ড বহু যত্নের ধন গৌরাঙ্গ টাকাকে ক্রমশঃ ধ্বংশ করে' ফেলে।

স্মরণ হচ্চে, য়ুরোপের কোন্ এক বড় লোক ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করেচেন যে এক সময়ে কাফ্রিরা য়ুরোপ জয় করবে। আফ্রিকা থেকে কৃষ্ণ অমাবস্যা এসে য়ুরোপের শুভ্র দিবালোক গ্রাস করবে। প্রার্থনা করি তা না ঘটুক কন্তু আশ্চর্য্য কি! কারণ, আলোকের মধ্যে নির্ভয়, তার উপরে সহস্র চক্ষু পড়ে' রয়েছে কিন্তু যেখানে অন্ধকার জড় হচ্চে বিপদ সেইখানে বসে' গোপনে বলসঞ্চয় করে, সেইখানেই প্রলয়ের তিমিরাবৃত জন্মভূমি। মানব-নবাবের নবাবী যখন উত্তরোত্তর অসহ্য হয়ে উঠবে, তখন দারিদ্র্যের অপরিচিত অন্ধকার ঈশান কোণ থেকেই ঝড় ওঠ্‌বার সম্ভাবনা।

এই সঙ্গে আর একটা কথা মনে হয়; যদিও বিদেশীয় সমাজ সম্বন্ধে কোন কথা নিঃসংশয়ে বলা ধৃষ্টতা কিন্তু বাহির হ'তে যতটা বোঝা যায় তাতে মনে হয় য়ুরোপে সভ্যতা যত অগ্রসর হচ্চে স্ত্রীলোক ততই অসুখী হচ্চে।

স্ত্রীলোক সমাজের কেন্দ্রানুগ (Centripetal) শক্তি; সভ্যতার কেন্দ্রাতিগ শক্তি সমাজকে বহির্মুখে যে পরিমাণে বিক্ষিপ্ত করে' দিচ্চে, কেন্দ্রানুগ শক্তি অন্তরের দিকে সে পরিমাণে আকর্ষণ করে' আন্‌তে পারচে না। পুরুষেরা দেশে বিদেশে চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, অভাব বৃদ্ধির

সঙ্গে নিয়ত জীবিকা-সংগ্রামে নিযুক্ত হয়ে রয়েছে। সৈনিক অধিক ভার নিয়ে লড়্‌তে পারে না, পথিক অধিক ভার বহন করে' চল্‌তে পারে না, য়ুরোপে পুরুষ পারিবারিক ভার গ্রহণে সহজে সম্মত হয় না। স্ত্রীলোকের রাজত্ব ক্রমশঃ উজাড় হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। কুমারী পাত্রের অপেক্ষায় দীর্ঘকাল বসে' থাকে, স্বামী কার্য্যোপলক্ষে চলে' যায়, পুত্র বয়প্রাপ্ত হলে পর হয়ে পড়ে। প্রখর জীবিকা সংগ্রামে স্ত্রীলোকদেরও একাকিনী যোগ দেওয়া আবশ্যক হয়েছে। অথচ তাদের চিরকালের শিক্ষা স্বভাব এবং সমাজ নিয়ম তার প্রতিকূলতা করচে।

য়ুরোপে স্ত্রীলোক পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার প্রাপ্তির যে চেষ্টা করচে সমাজের এই সামঞ্জস্য নাশই তার কারণ বলে' বোধ হয়। নরোয়ে দেশীয় প্রসিদ্ধ নাট্যকার ইব্‌সেন-রচিত কতকগুলি সামাজিক নাটকে দেখা যায় নাট্যোক্ত অনেক স্ত্রীলোক প্রচলিত সমাজবন্ধনের প্রতি একান্ত অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করচে অথচ পুরুষেরা সমাজ-প্রথার অনুকূলে। এই রকম বিপরীত ব্যাপার পড়ে' আমার মনে হল, বাস্তবিক, বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সমাজে স্ত্রীলোকের অবস্থাই নিতান্ত অসঙ্গত। পুরুষেরা না তাদের গৃহপ্রতিষ্ঠা করে' দেবে, না তাদের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্ণাধিকার দেবে। রাশিয়ার নাইহিলিষ্ট্‌ সম্প্রদায়ের মধ্যে এত স্ত্রীলোকের সংখ্যা দেখে' আপাততঃ আশ্চর্য্য বোধ

হয়। কিন্তু ভেবে দেখ্‌লে য়ুরোপে স্ত্রীলোকের প্রলয়মূর্ত্তি ধরবার অনেকটা সময় এসেছে।

অতএব সবসুদ্ধ দেখা যাচ্চে, য়ুরোপীয় সভ্যতায় সর্ব্ব বিষয়েই প্রবলতা এমনি অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে, যে অসমর্থ পুরুষই বল আর অবলা রমণীই বল, দুর্ব্বলদের আশ্রয় স্থান এ সমাজে যেন ক্রমশই লোপ হয়ে যাচ্চে। এখন কেবলি কার্য্য চাই, কেবলি শক্তি চাই, কেবলি গতি চাই; দয়া দেবার এবং দয়া নেবার, ভালবাস্‌বার এবং ভালবাসা পাবার যারা যোগ্য তাদের এখানে যেন সম্পূর্ণ অধিকার নেই। এই জন্যে স্ত্রীলোকেরা যেন তাদের স্ত্রীস্বভাবের জন্যে লজ্জিত। তারা বিধিমতে প্রমাণ করতে চেষ্টা করচে যে, আমাদের কেবল যে হৃদয় আছে তা নয় আমাদের বলও আছে। অতএব "আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে?" হায়, আমরা ইংরাজশাসিত বাঙ্গালিরাও সেই ভাবেই বলচি "নাহি কি বল এ ভুজমৃণালে?"

এই ত অবস্থা। কিন্তু ইতিমধ্যে যখন ইংলণ্ডে আমাদের স্ত্রীলোকদের দুরবস্থার উল্লেখ করে' মুষলধারায় অশ্রু বর্ষণ হয় তখন এতটা অজস্র করুণা বৃথা নষ্ট হচ্চে বলে' মনে অত্যন্ত আক্ষেপ উপস্থিত হয়। ইংরাজের মুল্লুকে আমরা অনেক আইন এবং অনেক আদালত পেয়েছি। দেশে যত চোর আছে পাহারাওয়ালার সংখ্যা তার চেয়ে ঢের বেশি। সুনিয়ম সুশৃঙ্খলা সম্বন্ধে কথাটি

করবার যো নেই। ইংরাজ আমাদের সমস্ত দেশটিকে ঝেড়ে ঝুড়ে ধুয়ে নিংড়ে ভাঁজ করে' পাট করে' ইস্ত্রি করে' নিজের বাক্সর মধ্যে পুরে তার উপর জগদ্দল হয়ে চেপে বসে' আছে। আমরা ইংরাজের সতর্কতা, সচেষ্টতা, প্রখর বুদ্ধি, সুশৃঙ্খল কর্ম্মপটুতার অনেক পরিচয় পেয়ে থাকি, যদি কোন কিছুর অভাব অনুভব করি তবে সে এই স্বর্গীয় করুণার, নিরুপায়ের প্রতি ক্ষমতাশালীর অবজ্ঞাবিহীন অনুকূল প্রসন্ন ভাবের। আমরা উপকার অনেক পাই, কিন্তু দয়া কিছুই পাইনে। অতএব যখন এই দুর্লভ করু-ণার অস্থানে অপব্যয় দেখি তখন ক্ষোভের আর সীমা থাকে না।

আমরা ত দেখ্তে পাই আমাদের দেশের মেয়েরা তাঁদের সুগোল কোমল দুটি বাহুতে দু'গাছি বালা পরে' সিঁথের মাঝখানটিতে সিঁদুরের রেখা কেটে সদাপ্রসন্নমুখে স্নেহ প্রেম কল্যাণে আমাদের গৃহ মধুর করে' রেখেছেন। কখন কখন অভিমানের অশ্রুজলে তাঁদের নয়নপল্লব আর্দ্র হয়ে আসে, কখন বা ভালবাসার গুরুতর অত্যাচারে তাঁদের সরল সুন্দর মুখশ্রী ধৈর্য্যগম্ভীর সকরুণ বিষাদে ম্লানকান্তি ধারণ করে; কিন্তু রমণীর অদৃষ্টক্রমে দুর্ব্বৃত্ত স্বামী এবং অকৃতজ্ঞ সন্তান পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আছে; বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হওয়া যায় ইংলণ্ডেও তার অভাব নেই। যা' হোক্, আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের নিয়ে আমরা ত

বেশ সুখে আছি এবং তাঁরা যে বড় অসুখী আছেন এমনতর আমাদের কাছে ত কখনো প্রকাশ করেন নি, মাঝের থেকে সহস্র ক্রোশ দূরে লোকের অনর্থক হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায় কেন?

পরস্পরের সুখদুঃখ সম্বন্ধে লোকে স্বভাবতই অত্যন্ত ভুল করে' থাকেন। মৎস্য যদি উত্তরোত্তর সভ্যতার বিকাশে সহসা মানবহিতৈষী হয়ে উঠে, তা হলে সমস্ত মানব-জাতিকে একটা শৈবালবহুল গভীর সরোবরের মধ্যে নিমগ্ন না করে' কিছুতে কি তার করুণ হৃদয়ের উৎকণ্ঠা দূর হয়? তোমরা বাহিরে সুখী আমরা গৃহে সুখী, এখন আমাদের সুখ তোমাদের বোঝাই কি করে'?

একজন লেডি-ডফারিন্-স্ত্রীডাক্তার আমাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে' যখন দেখে, অপরিচ্ছন্ন ছোট কুঠরি; ছোট ছোট জালনা; বিছানাটা নিতান্ত দুগ্ধফেননিভ নয়, মাটির প্রদীপ, দড়িবাঁধা মশারি, আর্ট্‌ষ্টুডিয়োর রং-লেপা ছবি, দেয়ালের গাত্রে দীপশিখার কলঙ্ক এবং বহুজনের বহুদিনের মলিন করতলের চিহ্ন—তখন সে মনে করে কি সর্ব্বনাশ, কি ভয়ানক কষ্টের জীবন, এদের পুরুষেরা কি স্বার্থপর, স্ত্রীলোকদের জন্তুর মত করে' রেখেচে। জানে না আমাদের দশাই এই। আমরা মিল পড়ি, স্পেন্সর পড়ি, রস্কিন্ পড়ি, আপিসে কাজ করি, খবরের কাগজে লিখি, বই ছাপাই, ঐ মাটির প্রদীপ জ্বালি, ঐ মাদুরে

বসি, অবস্থা কিঞ্চিৎ স্বচ্ছল হলে অভিমানিনী সহধর্ম্মিণীর গহনা গড়িয়ে দিই, এবং ঐ দড়িবাঁধা মোটা মশারির মধ্যে আমি, আমার স্ত্রী এবং মাঝখানে একটি কচি খোকা নিয়ে তালপাতার হাতপাখা খেয়ে রাত্রিযাপন করি।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই, তবু আমরা নিতান্ত অধম নই। আমাদের কৌচ্ কার্পেট্ কেদারা নেই বল্লেই হয়, কিন্তু তবুও ত আমাদের দয়ামায়া ভালবাসা আছে। তক্ত-পোষের উপর অর্দ্ধশয়ান-অবস্থায় এক হাতে তাকিয়া আঁক্‌ড়ে ধরে' তোমাদের সাহিত্য পড়ি তবুও ত অনেকটা বুঝ্‌তে পারি এবং সুখ পাই; ভাঙ্গা প্রদীপে খোলা গায়ে তোমাদের ফিলজাফি অধ্যয়ন করে' থাকি তবু তার থেকে এত বেশি আলো পাই যে, আমাদের ছেলেরাও অনেকটা তোমাদেরই মত বিশ্বাসবিহীন হয়ে আস্‌চে।

আমরাও আবার তোমাদের ভাব বুঝ্‌তে পারি নে। কৌচ কেদারা খেলাধূলা তোমরা এত ভালবাস যে স্ত্রী পুত্র না হলেও তোমাদের বেশ চলে যায়। আরামটি তোমাদের আগে, তার পরে ভালবাসা; আমাদের ভাল-বাসা নিতান্তই আবশ্যক তার পরে প্রাণপণ চেষ্টায় ইহ-জীবনে কিছুতেই আর আরামের যোগাড় হয়ে ওঠে না।

অতএব, আমরা যখন বলি, আমরা যে বিবাহ করে' থাকি সেটা কেবলমাত্র আধ্যাত্মিকতার প্রতি লক্ষ্য রেখে পারত্রিক মুক্তি সাধনের জন্য, কথাটা খুব জাঁকালো শুন্‌তে

হয় কিন্তু তবু সেটা মুখের কথা মাত্র এবং তার প্রমাণ সংগ্রহ করবার জন্য আমাদের বর্ত্তমান সমাজ পরিত্যাগ করে' প্রাচীন পুঁথির পাতার মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ব্যস্তভাবে গবেষণা করে' বেড়াতে হয়। প্রকৃত সত্য কথাটা হচ্চে ও না হলে আমাদের চলে না—আমরা থাক্‌তে পারিনে। আমরা শুশুকের মত কর্ম্মতরঙ্গের মধ্যে দিগ্‌-বাজি খেলে' বেড়াই বটে কিন্তু চট্‌ করে অম্‌নি যখনতখন অন্তঃপুরের মধ্যে হুস্‌ করে হাঁফ ছেড়ে না এলে আমরা বাঁচিনে। যিনি যাই বলুন্‌ সেটা পারলৌকিক সদ্গতির জন্যে নয়।

এমন অবস্থায় আমাদের সমাজের ভাল হচ্চে কি মন্দ হচ্চে সে কথা এখানে বিচার্য্য নয়, সে কথা নিয়ে অনেক বাদ প্রতিবাদ হয়ে গেছে। এখানে কথা হচ্ছিল, আমাদের স্ত্রীলোকেরা সুখী কি অসুখী। আমার মনে হয় আমাদের সমাজের যে রকম গঠন, তাতে সমাজের ভালমন্দ যাই হোক্‌ আমাদের স্ত্রীলোকেরা বেশ একরকম সুখে আছে। ইংরাজেরা মনে করতে পারেন লন্‌টেনিস্‌ না খেল্‌লে এবং "বলে" না নাচ্‌লে স্ত্রীলোক সুখী হয় না, কিন্তু আমাদের দেশের লোকের বিশ্বাস, ভালবেসে এবং ভালবাসা পেয়েই স্ত্রীলোকের প্রকৃত সুখ। তবে সেটা একটা কুসংস্কার হতেও পারে।

আমাদের পরিবারে নারী হৃদয় যেমন বিচিত্র ভাবে

চরিতার্থতা লাভ করে এমন ইংরাজ পরিবারে অসম্ভব। এই জন্যে একজন ইংরাজ মেয়ের পক্ষে চিরকুমারী হওয়া দারুণ দুরদৃষ্টতা। তাদের শূন্যহৃদয় ক্রমশ নীরস হয়ে আসে, কেবল কুকুরশাবক পালন করে' এবং সাধারণ হিতার্থে সভা পোষণ করে' আপনাকে ব্যাপৃত রাখ্‌তে চেষ্টা করে। যেমন মৃতবৎসা প্রসূতির সঞ্চিত স্তন্য কৃত্রিম উপায়ে নিষ্ক্রান্ত করে' দেওয়া তার স্বাস্থ্যের পক্ষে আবশ্যক তেমনি য়ুরোপীয় চিরকুমারীর নারীহৃদয়সঞ্চিত স্নেহরস নানা কৌশলে নিষ্ফল ব্যয় করতে হয়, কিন্তু তাতে তাদের আত্মার প্রকৃত পরিতৃপ্তি হতে পারে না।

ইংরাজ Old maid-এর সঙ্গে আমাদের বালবিধবার তুলনা বোধ হয় অন্যায় হয় না। সংখ্যায় বোধ করি ইংরাজ কুমারী এবং আমাদের বালবিধবা সমান হবে কিম্বা কিছু যদি কমবেশ হয়। বাহ্য সাদৃশ্যে আমাদের বিধবা য়ুরোপীয় চিরকুমারীর সমান হলেও প্রধান একটা বিষয়ে প্রভেদ আছে। আমাদের বিধবার নারীপ্রকৃতি কখনো শুষ্ক শূন্য পতিত থেকে অনুর্ব্বরতা লাভের অবসর পায় না। তাঁর কোল কখনো শূন্য থাকে না, বাহু দুটি কখনো অকর্ম্মণ্য থাকে না, হৃদয় কখনো উদাসীন থাকে না। তিনি কখনো জননী, কখনো দুহিতা, কখনো সখী। এই জন্যে চিরজীবনই তিনি কোমল সরস স্নেহশীল সেবাতৎপর হয়ে থাকেন। বাড়ির শিশুরা তাঁরই চোখের সাম্‌নে

জন্মগ্রহণ করে এবং তাঁরই কোলে কোলে বেড়ে ওঠে। বাড়ির অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে তাঁর বহুকালের সুখ দুঃখময় প্রীতির সখিত্ব বন্ধন, বাড়ির পুরুষদের সঙ্গে স্নেহভক্তি পরিহাসের বিচিত্র সম্বন্ধ; গৃহকার্য্যের ভার যা স্বভাবতই মেয়েরা ভালবাসে তাও তাঁর অভাব নেই। এবং ওরি মধ্যে রামায়ণ মহাভারত দুটো একটা পুরাণ পড়বার কিম্বা শোন্‌বার সময় থাকে, এবং সন্ধ্যাবেলায় ছোট ছোট ছেলেদের কোলের কাছে টেনে নিয়ে উপকথা বলাও একটা স্নেহের কাজ বটে। বরং একজন বিবাহিত রমণীর বিড়াল শাবক এবং ময়না পোষবার প্রবৃত্তি এবং অবসর থাকে কিন্তু বিধবাদের হাতে হৃদয়ের সেই অতিরিক্ত কোণটুকুও উদ্বৃত্ত থাক্‌তে প্রায় দেখা যায় না।

এই সকল কারণে, তোমাদের যে সকল মেয়ে প্রমোদের আবর্ত্তে অহর্নিশি ঘূর্ণ্যমান কিম্বা পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত, কিম্বা দুটো একটা কুকুর শাবক এবং চারটে পাঁচটা সভা কোলে করে' একাকিনী কৌমার্য্য কিম্বা বৈধব্য যাপনে নিরত তাঁদের চেয়ে যে আমাদের অন্তঃপুরচারিণীরা অসুখী এ কথা আমার মনে লয় না। ভালবাসাহীন বন্ধনহীন শূন্য স্বাধীনতা নারীর পক্ষে অতি ভয়ানক—মরুভূমির মধ্যে অপর্য্যাপ্ত স্বাধীনতা গৃহীলোকের পক্ষে যেমন ভীষণ শূন্য।

আমরা আর যা'ই হই, আমরা গৃহস্থ জাতি; অতএব

বিচার করে' দেখ্‌তে গেলে আমরা আমাদের রমণীদের দ্বারেই অতিথি; তাঁরাই আমাদের সর্ব্বদা বহু যত্ন আদর করে' রেখে দিয়েছেন। এম্‌নি আমাদের সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে' নিয়েছেন যে আমরা ঘর ছেড়ে দেশ ছেড়ে দু'দিন টিঁক্‌তে পারিনে; তাতে আমাদের অনেক ক্ষতি হয় সন্দেহ নেই কিন্তু তাতে করে' নারীরা অসুখী হয় না।

আমাদের সমাজে স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে যে কিছুই কর-বার নেই, আমাদের সমাজ যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্ব সম্পূর্ণ এবং আমাদের স্ত্রীলোকদের অবস্থা তার একটা প্রমাণ, এ কথা বলা আমার অভিপ্রায় নয়। আমাদের রমণীদের শিক্ষার অঙ্গহীনতা আছে এবং অনেক বিষয়ে তাঁদের শরীর মনের সুখ সাধন করাকে আমরা উপেক্ষা এবং উপহাসযোগ্য জ্ঞান করি। এমন কি, রমণীদের গাড়িতে চড়িয়ে স্বাস্থ্য-কর বায়ু সেবন করাণকে আমাদের দেশের পরিহাস-রসি-কেরা একটা পরম হাস্যরসের বিষয় বলে' স্থির করেন, কিন্তু তবুও মোটের উপর বলা যায় আমাদের স্ত্রী কন্যারা সর্ব্বদাই বিভীষিকা রাজ্যে বাস করচেন না, এবং তাঁরা সুখী।

তাঁদের মানসিক শিক্ষা সম্বন্ধে কথা বল্‌তে গেলে এই প্রশ্ন ওঠে, আমরা পুরুষেরাই কি খুব বেশি শিক্ষিত? আমরা কি একরকম কাঁচা-পাকা যোড়া-তাড়া অদ্ভুত ব্যাপার নই? আমাদের কি পর্য্যবেক্ষণশক্তি বিচারশক্তি

এবং ধারণাশক্তির বেশ সুস্থ সহজ এবং উদার পরিণতি লাভ হয়েছে? আমরা কি সর্ব্বদাই পর্য্যবেক্ষণের সঙ্গে অপ্রকৃত কল্পনাকে মিশ্রিত করে' ফেলিনে, এবং অন্ধসংস্কার কি আমাদের যুক্তিরাজ্যসিংহাসনের অর্দ্ধেক অধিকার করে' সর্ব্বদাই অটল এবং দাম্ভিকভাবে বসে' থাকে না? আমাদের এই রকম দুর্ব্বল শিক্ষা এবং দুর্ব্বল চরিত্রের জন্য সর্ব্বদাই কি আমাদের বিশ্বাস এবং কার্য্যের মধ্যে একটা অদ্ভুত অসঙ্গতি দেখা যায় না? আমাদের বাঙ্গালীদের চিন্তা এবং মত এবং অনুষ্ঠানের মধ্যে কি এক প্রকার শৃঙ্খলাসংযমহীন বিষম বিজড়িত ভাব লক্ষিত হয় না?

আমরা সুশিক্ষিতভাবে দেখ্‌তে শিখিনি ভাব্‌তে শিখিনি কাজ করতে শিখিনি, সেই জন্যে আমাদের কিছুর মধ্যেই স্থিরত্ব নেই—আমরা যা বলি যা করি সমস্ত খেলার মত মনে হয়, সমস্ত অকাল মুকুলের মত ঝরে' গিয়ে মাটি হয়ে যায়। সেই জন্যে আমাদের রচনা ডিবেটিং ক্লাবের এসের মত, আমাদের মতামত সূক্ষ্ম তর্কচাতুরী প্রকাশের জন্য, জীবনের ব্যবহারের জন্য নয়, আমাদের বুদ্ধি কুশাঙ্কুরের মত তীক্ষ্ণ কিন্তু তাতে অস্ত্রের বল নেই। আমাদেরই যদি এই দশা ত আমাদের স্ত্রীলোকদের কতই বা শিক্ষা হবে! স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতই সমাজের যে অন্তরের স্থান অধিকার করে' থাকেন সেখানে পাক ধরতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়। য়ুরোপের স্ত্রীলোকদের অবস্থা আলোচনা করলেও

তাই দেখা যায়। অতএব, আমাদের পুরুষদের শিক্ষার বিকাশ লাভের পূর্ব্বেই যদি আমাদের অধিকাংশ নারীদের শিক্ষার সম্পূর্ণতা প্রত্যাশা করি তাহলে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার প্রয়াস প্রকাশ পায়।

তবে এ কথা বল্‌তেই হয় ইংরাজ স্ত্রীলোক অশিক্ষিত থাক্‌লে যতটা অসম্পূর্ণ-স্বভাব থাকে আমাদের পরিপূর্ণ গৃহের প্রসাদে আমাদের রমণীর জীবনের শিক্ষা সহজেই তার চেয়ে অধিকতর সম্পূর্ণতা লাভ করে।

কিন্তু এই বিপুল গৃহের ভারে আমাদের জাতির আর বৃদ্ধি হতেই পেলে না। গার্হস্থ্য উত্তরোত্তর এমনি অসম্ভব প্রকাণ্ড হয়ে পড়েছে যে নিজ গৃহের বাহিরের জন্যে আর কারো কোন শক্তি অবশিষ্ট থাকে না। অনেক গুলায় একত্রে জড়ীভূত হয়ে সকলকেই সমান খর্ব্ব করে' রেখে দেয়। সমাজটা অত্যন্ত ঘনসন্নিবিষ্ট একটা জঙ্গলের মত হয়ে যায়, তার সহস্র বাধাবন্ধনের মধ্যে কোন একজনের মাথা ঝাড়া দিয়ে ওঠা বিষম শক্ত হয়ে পড়ে।

এই ঘনিষ্ঠ পরিবারের বন্ধনপাশে পড়ে' এদেশে জাতি হয় না, দেশ হয় না, বিশ্ববিজয়ী মনুষ্যত্ব বৃদ্ধি পায় না। পিতামাতা হয়েছে, পুত্র হয়েছে, ভাই হয়েছে, স্ত্রী হয়েছে, এবং এই নিবিড় সমাজশক্তির প্রতিক্রিয়াবশে অনেক বৈরাগী সন্ন্যাসীও হয়েছে কিন্তু বৃহৎ সংসারের জন্যে কেউ জন্মে নি;—পরিবারকেই আমরা সংসার বলে' থাকি।

কিন্তু য়ুরোপে আবার আর এক কাণ্ড দেখা যাচ্চে। য়ুরোপীয়ের গৃহবন্ধন অপেক্ষাকৃত শিথিল বলে' তাঁদের মধ্যে অনেকে যেমন সমস্ত ক্ষমতা স্বজাতি কিম্বা মানবহিতব্রতে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছেন তেমনি আরেকদিকে অনেকেই সংসারের মধ্যে কেবলমাত্র নিজেকেই লালন পালন পোষণ করবার সুদীর্ঘ অবসর এবং সুযোগ পাচ্চেন। একদিকে যেমন বন্ধনহীন পরহিতৈষা আর এক দিকেও তেমনি বাধাবিহীন স্বার্থপরতা। আমাদের যেমন প্রতিবৎসর পরিবার বাড়্চে, ওদের তেমনি প্রতিবৎসর আরাম বাড়্চে। আমরা বলি যাবৎ দারপরিগ্রহ না হয় তাবৎ পুরুষ অর্দ্ধেক, ইংরাজ বলে যতদিন একটি ক্লাব না জোটে ততদিন পুরুষ অর্দ্ধাঙ্গ; আমরা বলি সন্তানে গৃহ পরিবৃত না হলে গৃহ শ্মশান সমান, ইংরাজ বলেন আস্‌বাব্ অভাবে গৃহ শ্মশান তুল্য।

সমাজে একবার যদি এই বাহ্যসম্পদকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেওয়া হয় তবে সে এমনি প্রভু হয়ে বসে যে, তার হাত আর সহজে এড়াবার যো থাকে না। তবে ক্রমে সে গুণের প্রতি অবজ্ঞা এবং মহত্ত্বের প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করতে আরম্ভ করে। সম্প্রতি এদেশেও তার অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দেখা যায়। ডাক্তারিতে যদি কেহ পসার করতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁর সর্ব্বাগ্রেই যুড়ি গাড়ি এবং বড় বাড়ির আবশ্যক; এই জন্যে অনেক সময়ে রোগীকে মারতে

আরম্ভ করবার পূর্ব্বে নবীন ডাক্তার নিজে মরতে আরম্ভ করেন। কিন্তু আমাদের কবিরাজ মহাশয় যদি চটি এবং চাদর পরে' পাল্কী অবলম্বন পূর্ব্বক যাতায়াত করেন তা'তে তাঁর পসারের ব্যাঘাত করে না। কিন্তু একবার যদি গাড়ি ঘোড়া ঘড়ি ঘড়িরচেনকে আমল দেওয়া হয় তবে সমস্ত চরক সুশ্রুত ধন্বন্তরীর সাধ্য নেই যে, আর তার হাত থেকে পরিত্রাণ করে। ইন্দ্রিয়সূত্রে জড়ের সঙ্গে মানুষের একটা ঘনিষ্ঠ কুটুম্বিতা আছে, সেই সুযোগে সে সর্ব্বদাই আমাদের কর্ত্তা হয়ে উঠে। এই জন্যে প্রতিমা প্রথমে ছল করে' মন্দিরে প্রবেশ করে তার পরে দেবতাকে অতিষ্ঠ করে' তোলে। গুণের বাহ্য নিদর্শন স্বরূপ হয়ে ঐশ্বর্য্য দেখা দেয় অবশেষে বাহ্যাড়ম্বরের অনুবর্ত্তী হয়ে না এলে গুণের আর সম্মান থাকে না।

বেগবতী মহানদী নিজে বালুকা সংগ্রহ করে' এনে অবশেষে নিজের পথরোধ করে' বসে। য়ুরোপীয় সভ্যতাকে সেই রকম প্রবল নদী বলে' এক একবার মনে হয়। তার বেগের বলে, মানুষের পক্ষে যা সামান্য আবশ্যক এমন সকল বস্তুও চতুর্দ্দিক থেকে আনীত হয়ে রাশীকৃত হয়ে দাঁড়াচ্চে। সভ্যতার প্রতিবর্ষের আবর্জ্জনা পর্ব্বতাকার হয়ে উঠ্‌চে। আর আমাদের সঙ্কীর্ণ নদীটি নিতান্ত ক্ষীণস্রোত ধারণ করে' অবশেষে মধ্যপথে পারিবারিক ঘন শৈবালজালের মধ্যে জড়ীভূত হয়ে আচ্ছন্নপ্রায় হয়ে

গেছে। কিন্তু তারো একটি, শোভা সরসতা শ্যামলতা আছে। তার মধ্যে বেগ নেই, বল নেই, ব্যাপ্তি নাই, কিন্তু মৃদুতা স্নিগ্ধতা সহিষ্ণুতা আছে।

আর, যদি আমার আশঙ্কা সত্য হয়, তবে য়ুরোপীয় সভ্যতা হয়ত বা তলে তলে জড়ত্বের এক প্রকাণ্ড মরুভূমি সৃজন করচে; গৃহ, যা মানুষের স্নেহ প্রেমের নিভৃত নিকেতন, কল্যাণের চিরউৎসভূমি, পৃথিবীর আর সমস্তই লুপ্ত হয়ে গেলেও যেখানে একটু খানি স্থান থাকা মানুষের পক্ষে চরম আবশ্যক স্তূপাকার বাহ্যবস্তুর দ্বারা সেই থানটা উত্তরোত্তর ভরাট করে' ফেল্‌চে, হৃদয়ের জন্মভূমি জড় আবরণে কঠিন হয়ে উঠ্‌চে।

নতুবা যে সভ্যতা পরিবারবন্ধনের অনুকূল, সে সভ্যতার মধ্যে কি নাইহিলিজ্‌ম্ নামক অতবড় একটা সর্ব্বসংহারক হিংস্র প্রবৃত্তির জন্মলাভ সম্ভব হয়? সোশ্যালিজ্‌ম্, কম্যুনিজ্‌ম্ কি কখনো পিতামাতা ভ্রাতা ভগ্নী পুত্র কলত্রের মধ্যে এসে পড়ে' নখদন্ত বিকাশ করতে পারে? যখন কেবল আপনার সম্পদের বোঝাটি আপনার মাথায় তুলে নিয়ে গৃহত্যাগী সার্থবাহী সংসারপথ দিয়ে একলা চলে তখনি সন্ধ্যাবেলায় ঐ শ্বাপদগুলো এক লম্ফে স্কন্ধে এসে পড়বার সুযোগ অন্বেষণ করে।

যা হোক্, আমার মত অভাজন লোকের পক্ষে য়ুরোপীয় সভ্যতার পরিণাম অন্বেষণের চেষ্টা অনেকটা আদার

ব্যাপারীর জাহাজের তথ্য নেওয়ার মত হয়। তবে একটা নির্ভয়ের কথা এই যে, আমি যে কোন অনুমানই ব্যক্ত করি না কেন, তার সত্য মিথ্যা পরীক্ষার এত বিলম্ব আছে যে ততদিনে আমি এখানকার দণ্ড পুরস্কারের হাত এড়িয়ে বিস্মৃতিরাজ্যে অজ্ঞাতবাস গ্রহণ করব। অতএব এ সকল কথা যিনি যে ভাবেই নিন্ আমি তার জবাবদিহি করতে চাই না। কিন্তু য়ুরোপের স্ত্রীলোক সম্বন্ধে যে কথাটা বল্‌ছিলুম সেটা নিতান্ত অবজ্ঞার যোগ্য বলে' আমার বোধ হয় না।

যে দেশে গৃহ নষ্ট হয়ে ক্রমে হোটেল বৃদ্ধি হচ্চে; যে যার নিজে নিজে উপার্জ্জন করচে এবং আপনার ঘরটি, Easy chairটি, কুকুরটি, ঘোড়াটি, বন্দুকটি, চুরটের পাইপটি এবং জুয়াখেলবার ক্লাবটি নিয়ে নির্ব্বিঘ্ন আরামের চেষ্টায় প্রবৃত্ত আছে সেখানে নিশ্চয়ই মেয়েদের মৌচাক ভেঙ্গে গেছে। পূর্ব্বে সেবক-মক্ষিকারা মধু অন্বেষণ করে' চাকে সঞ্চয় করত এবং রাজ্ঞী মক্ষিকারা কর্ত্তৃত্ব করতেন, এখন স্বার্থপরগণ যে-যার নিজের নিজের চাক ভাড়া করে' সকালে মধু উপার্জ্জনপূর্ব্বক সন্ধ্যাপর্য্যন্ত একাকী নিঃশেষে উপভোগ করচে। সুতরাং রাণী মক্ষিকাদের এখন বেরোতে হচ্চে, কেবল মাত্র মধুদান এবং মধুপান করবার আর সময় নেই। বর্ত্তমান অবস্থা এখনো তাঁদের স্বাভাবিক হয়ে যায় নি এই জন্যে অনেকটা পরিমাণে অসহায়ভাবে

তাঁরা ইতস্ততঃ ভন্ ভন্ করে' বেড়াচ্চেন। আমরা আমাদের মহারাণীদের রাজত্বে বেশ আছি এবং তাঁরাও আমাদের অন্তঃপুর অর্থাৎ আমাদের পারিবারিক সমাজের মর্ম্মস্থানটি অধিকার করে' সকল ক'টিকে নিয়ে বেশ সুখে আছেন।

কিন্তু সম্প্রতি সমাজের নানা বিষয়ে অবস্থান্তর ঘট্‌চে। দেশের আর্থিক অবস্থার এমন পরিবর্ত্তন হয়েছে যে জীবনযাত্রার প্রণালী স্বতঃই ভিন্ন আকার ধারণ করচে এবং সেই সূত্রে আমাদের একান্নবর্ত্তী পরিবার কালক্রমে কথঞ্চিৎ বিশ্লিষ্ট হবার মত বোধ হচ্চে। সেই সঙ্গে ক্রমশঃ আমাদের স্ত্রীলোকদের অবস্থা পরিবর্ত্তন আবশ্যক এবং অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। কেবল মাত্র গৃহলুণ্ঠিত কোমল হৃদয়রাশি হয়ে থাক্‌লে চল্‌বে না, মেরুদণ্ডের উপর ভর করে' উন্নত উৎসাহী ভাবে স্বামীর পার্শ্বচারিণী হতে হবে।

অতএব স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত না হলে বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সামঞ্জস্য নষ্ট হয়। আমি স্থানান্তরে অন্য এক প্রবন্ধে বলেছি, আমাদের দেশে বিদেশী শিক্ষা প্রচলিত হওয়াতে, ইংরাজি যে জানে এবং ইংরাজি যে জানে না তাদের মধ্যে একটা জাতিভেদের মত দাঁড়াচ্চে, অতএব অধিকাংশ স্থলেই আমাদের বরকন্যার মধ্যে যথার্থ অসবর্ণ বিবাহ হচ্চে। একজনের চিন্তা,

চিন্তার ভাষা, বিশ্বাস এবং কাজ আর এক জনের সঙ্গে বিস্তর বিভিন্ন। এই জন্যে আমাদের আধুনিক দাম্পত্যে অনেক প্রহসন এবং সম্ভবতঃ অনেক ট্র্যাজেডিও ঘটে' থাকে। স্বামী যেখানে ঝাঁঝালো সোডাওয়াটার চায়, স্ত্রী সেখানে সুশীতল ডাবের জল এনে উপস্থিত করে।

এই জন্যে সমাজে স্ত্রীশিক্ষা ক্রমশই প্রচলিত হচ্চে; কারো বক্তৃতায় নয়, কর্ত্তব্যজ্ঞানে নয়, আবশ্যকের বশে।

এখন, অন্তরে বাহিরে এই ইংরাজি শিক্ষা প্রবেশ করে' সমাজের অনেক ভাবান্তর উপস্থিত করবেই সন্দেহ নেই। কিন্তু যাঁরা আশঙ্কা করেন আমরা এই শিক্ষার প্রভাবে য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যে প্রাচ্যলীলা সম্বরণ করে' পরম পাশ্চাত্যলোক লাভ করব—আমার আশা এবং আমার বিশ্বাস তাঁদের সে আশঙ্কা ব্যর্থ হবে।

কারণ, যেমন শিক্ষাই পাই না কেন, আমাদের একেবারে রূপান্তর হওয়া অসম্ভব। ইংরাজি শিক্ষা আমাদের কেবল কতকগুলি ভাব এনে দিতে পারে কিন্তু তার সমস্ত অনুকূল অবস্থা এনে দিতে পারে না। ইংরাজি সাহিত্য পেতে পারি কিন্তু ইংলণ্ড পাব কোথা থেকে। বীজ পাওয়া যায় কিন্তু মাটি পাওয়াই কঠিন।

দৃষ্টান্তস্বরূপে দেখান যেতে পারে, বাইব্‌ল্ যদিও বহুকাল হতে য়ুরোপের প্রধান শিক্ষার গ্রন্থ, তথাপি য়ুরোপ

আপন অসহিষ্ণু দুর্দ্দান্ত ভাব রক্ষা করে' এসেছে, বাইবেলের ক্ষমা এবং নম্রতা এখনো তাদের অন্তরকে গলাতে পারে নি।

আমার ত বোধ হয় য়ুরোপের পরম সৌভাগ্যের বিষয় এই যে য়ুরোপ বাল্যকাল হ'তে এমন একটি শিক্ষা পাচ্চে যা তার প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুযায়ী নয়, যা তার সহজ স্বভাবের কাছে নূতন অধিকার এনে দিচ্চে, এবং সর্ব্বদা সংঘাতের দ্বারা তাকে মহত্ত্বের পথে জাগ্রত করে রাখ্‌চে।

য়ুরোপ কেবল যদি নিজের প্রকৃতি-অনুসারিনী শিক্ষা লাভ করত তাহলে য়ুরোপের আজ এমন উন্নতি হত না। তাহলে য়ুরোপের সভ্যতার মধ্যে এমন ব্যাপ্তি থাক্‌ত না, তাহলে একই উদারক্ষেত্রে এত ধর্ম্মবীর এবং কর্ম্মবীরের অভ্যুদয় হত না। খৃষ্টধর্ম্ম সর্ব্বদাই য়ুরোপের স্বর্গ এবং মর্ত্ত্য, মন এবং আত্মার মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করে' রেখেছে।

খৃষ্টীয় শিক্ষা কেবল যে তলে তলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যে আধ্যাত্মিক রসের সঞ্চার কর্‌চে তা নয়, তার মানসিক বিকাশের কত সহায়তা করেছে বলা যায় না। য়ুরোপের সাহিত্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বাইব্‌ল্‌-সহযোগে প্রাচ্যভাব প্রাচ্যকল্পনা য়ুরোপের হৃদয়ে স্থান লাভ করে' সেখানে কত কবিত্ব কত সৌন্দর্য্য বিকাশ করেছে; উপদেশের দ্বারায় নয় কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় ভাবের

সহিত ঘনিষ্ঠ সংশ্রবের দ্বারায় তার হৃদয়ের সার্ব্বজনীন অধিকার যে কত বিস্তৃত করেছে তা আজ কে বিশ্লেষ করে' দেখাতে পারে ?

সৌভাগ্যক্রমে আমরা যে শিক্ষা প্রাপ্ত হচ্চি তাও আমাদের প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুগত নয়। এই জন্যে আশা করচি এই নূতন শক্তির সমাগমে আমাদের বহুকালের একভাবাপন্ন জড়ত্ব পরিহার করতে পারব, নবজীবন-হিল্লোলের স্পর্শে সজীবতা লাভ করে' পুনরায় নবপত্রপুষ্পে বিকশিত হয়ে উঠব, আমাদের মানসিক রাজ্য সুদূরবিস্তৃতি লাভ করতে পারবে।

কেহ কেহ বলেন য়ুরোপের ভাল য়ুরোপের পক্ষেই ভাল আমাদের ভাল আমাদেরই ভাল। কিন্তু কোন প্রকৃত ভাল কখনই পরস্পরের প্রতিযোগী নয় তারা অনুযোগী। অবস্থা-বশতঃ আমরা কেহ একটাকে কেহ আর একটাকে প্রাধান্য দিই, কিন্তু মানবের সর্ব্বাঙ্গীন হিতের প্রতি দৃষ্টি করলে কাউকেই দূর করে' দেওয়া যায় না। এমন কি, সকল ভালর মধ্যেই এমন একটি পারিবারিক বন্ধন আছে যে একজনকে দূর করলেই আর একজন দুর্ব্বল হয় এবং অঙ্গহীন মনুষ্যত্ব ক্রমশঃ আপনার গতি বন্ধ করে' সংসারপথ-পার্শ্বে এক স্থানে স্থিতি অবলম্বন করতে বাধ্য হয় এবং এই নিরুপায় স্থিতিকেই উন্নতির চূড়ান্ত পরিণাম বলে' আপনাকে ভোলাতে চেষ্টা করে।

গাছ যদি সহসা বুদ্ধিমান কিম্বা অত্যন্ত সহৃদয় হয়ে ওঠে তাহলে সে মনে মনে এমন তর্ক করতে পারে যে, মাটিই আমার জন্মস্থান অতএব কেবল মাটির রস আকর্ষণ করেই আমি বাঁচব। আকাশের রৌদ্রবৃষ্টি আমাকে ভুলিয়ে আমার মাতৃভূমি থেকে আমাকে ক্রমশই আকাশের দিকেই নিয়ে যাচ্চে, অতএব আমরা নব্যতরু সম্প্রদায়েরা একটা সভা করে' এই সতত চঞ্চল পরিবর্ত্তনশীল রৌদ্রবৃষ্টি বায়ুর সংস্পর্শ বহুপ্রযত্নে পরিহার পূর্ব্বক আমাদের ধ্রুব অটল সনাতন ভূমির একান্ত আশ্রয় গ্রহণ করব।

কিম্বা সে এমন তর্কও করতে পারে যে ভূমিটা অত্যন্ত স্থূল, হেয় এবং নিম্নবর্ত্তী. অতএব তার সঙ্গে কোন আত্মীয়তা না রেখে আমি চাতক পক্ষীর মত কেবল মেঘের মুখ চেয়ে থাক্‌ব—দুয়েতেই প্রকাশ পায় বৃক্ষের পক্ষে যতটা আবশ্যক তার চেয়ে তার অনেক অধিক বুদ্ধির সঞ্চার হয়েছে।

তেমনি বর্ত্তমান কালে যাঁরা বলেন আমরা আর্য্যশাস্ত্রের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে বাহিরের শিক্ষা হতে আপনাকে রক্ষা করবার জন্যে আপাদমস্তক আচ্ছন্ন করে' বসে' থাক্‌ব, কিম্বা যাঁরা বলেন হঠাৎশিক্ষার বলে আমরা আতসবাজির মত এক মুহূর্ত্তে ভারতভূতল পরিত্যাগ করে' সুদূর উন্নতির জ্যোতিষ্ক-লোকে গিয়ে হাজির হব তাঁরা উভয়েই অনাবশ্যক কল্পনা নিয়ে অতিরিক্ত বুদ্ধি কৌশল প্রয়োগ করচেন।

কিন্তু সহজ-বুদ্ধিতে স্বভাবতই মনে হয় যে, ভারতবর্ষ থেকে শিকড় উৎপাটন করেও আমরা বাঁচ্‌বনা এবং যে ইংরাজি শিক্ষা আমাদের চতুর্দ্দিকে নানা আকারে বর্ষিত ও প্রবাহিত হচ্চে তাও আমাদের শিরোধার্য্য করে নিতেই হবে। মধ্যে মধ্যে দুটো একটা বজ্রও পড়তে পারে এবং কেবলি যে বৃষ্টি হবে তা নয়, কখন কখন শিলাবৃষ্টিরও সম্ভাবনা আছে, কিন্তু বিমুখ হয়ে যাব কোথায়? তা ছাড়া এটাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য এই যে নূতন বর্ষার বারিধারা এতে আমাদের সেই প্রাচীন ভূমির মধ্যেই নবজীবন সঞ্চার করচে।

অতএব ইংরাজি শিক্ষায় আমাদের কি হবে? আমরা ইংরাজ হবনা কিন্তু আমরা সবল হব উন্নত হব জীবন্ত হব। মোটের উপরে আমরা এই গৃহপ্রিয় শান্তিপ্রিয় জাতিই থাকব, তবে, এখন যেমন "ঘর হৈতে আঙিনা বিদেশ" তেমনটা থাকবে না। আমাদের বাহিরেও বিশ্ব আছে সে বিষয়ে আমাদের চেতনা হবে। আপনার সঙ্গে পরের তুলনা করে' নিজের যদি কোন বিষয়ে অনভিজ্ঞ গ্রাম্যতা কিম্বা অতিমাত্র বাড়াবাড়ি থাকে তবে সেটা অদ্ভুত হাস্যকর অথবা দূষনীয় বলে' ত্যাগ করতে পারব। আমাদের বহুকালের রুদ্ধ বাতায়নগুলো খুলে দিয়ে বাহিরের বাতাস এবং পূর্ব্বপশ্চিমের দিবালোক ঘরের মধ্যে আনয়ন করতে পারব। যে সকল নির্জ্জীব সংস্কার আমাদের গৃহের বায়ু দূষিত করচে কিম্বা গতিবিধির বাধারূপে পদে পদে স্থানাব-

রোধ করে' পড়ে' আছে, তাদের মধ্যে আমাদের চিন্তার বিদ্যুৎ-শিখা প্রবেশ করে' কতকগুলিকে দগ্ধ এবং কতক-গুলিকে পুনর্জ্জীবিত করে' দেবে। আমরা প্রধানতঃ সৈনিক, বণিক অথবা পথিক-জাতি না হতেও পারি কিন্তু আমরা সুশিক্ষিত পরিণতবুদ্ধি সহৃদয় উদারস্বভাব মানব-হিতৈষী গৃহস্থ হয়ে উঠ্‌তে পারি এবং বিস্তর অর্থসামর্থ্য না থাক্‌লেও সদাসচেষ্ট জ্ঞান প্রেমের দ্বারা সাধারণ মানবের কিছু সাহায্য করতেও পারি।

অনেকের কাছে এ "আইডিয়াল্"টা যথেষ্ট উচ্চ না মনে হতেও পারে কিন্তু আমার কাছে এটা বেশ সঙ্গত বোধ হয়। এমন কি, আমার মনে হয় পালোয়ান হওয়া আইডিয়াল্ নয় সুস্থ হওয়াই আইডিয়াল। অভ্রভেদী মন্যু-মেণ্ট্ কিম্বা পিরামিড্ আইডিয়াল্ নয়, বায়ু ও আলোকগম্য বাসযোগ্য সুদৃঢ় গৃহই আইডিয়াল্।

একটা জ্যামিতির রেখা যতই দীর্ঘ এবং উন্নত করে' তোলা যায় তা'কে আকৃতির উচ্চ আদর্শ বলা যায় না। তেমনি মানবের বিচিত্র বৃত্তির সহিত সামঞ্জস্য-রহিত একটা হঠাৎগগনস্পর্শী বিশেষত্বকে মনুষ্যত্বের আইডিয়াল্ বলা যায় না। আমাদের অন্তর এবং বাহিরের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি সাধন করে' আমাদের বিশেষ ক্ষমতাকে সুস্থ সুন্দর ভাবে সাধারণ প্রকৃতির অঙ্গীভূত করে' দেওয়াই আমাদের যথার্থ সুপরিণতি।

আমরা গৃহকোণে বসে' রুদ্র আর্য্যতেজে সমস্ত সংসারকে আপন মনে নিঃশেষে ভস্মসাৎ করে' দিয়ে, মানবজাতির পনেরো আনা উনিষগণ্ডা দুই পাইকে একঘরে' করে' কল্পনা করি পৃথিবীর মধ্যে আমরা একটা বিশেষ মহত্বলাভ করেছি, আমরা আধ্যাত্মিক; পৃথিবীতে আমাদের পদধূলি এবং চরণামৃত বিক্রয় করে' চিরকাল আমরা অপরিমিত স্ফীতিভাব রক্ষা করতে পারব। অথচ সেটা আছে কি না আছে ঠিক জানিনে, এবং যদি থাকে ত কোন্ সবল ভিত্তি অধিকার করে' আছে তাও বল্‌তে পারিনে; আমাদের সুশিক্ষিত উদার মহৎ হৃদয়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত আছে, না শাস্ত্রের শ্লোকরাশির মধ্যে নিহিত হয়ে আছে তাও বিবেচনা করে দেখিনে, সকলে মিলে চোখ বুজে নিশ্চিন্ত মনে স্থির করে' রেখে দিই কোথাও না কোথাও আছে, তা নিজের অন্তরের মধ্যেই হোক্ আর তুলটের পুঁথির মধ্যেই হোক্, বর্ত্তমানের মধ্যেই হোক্ আর অতীতের মধ্যেই হোক্, অর্থাৎ আছেই হোক্ আর ছিলই হোক্, ও একই কথা!

ধনীর ছেলে যেমন মনে করে আমি ধনী অতএব আমার বিদ্বান হবার কোন আবশ্যক নেই, এমন কি চাক্‌রি-পিপাসুদের মত কালেজে পাশ দেওয়া আমার বন মর্য্যাদার হানিজনক তেমনি আমাদের শ্রেষ্ঠতাভিমানীরা মনে করেন পৃথিবীর মধ্যে আমরা বিশেষ কারণে

বিশেষ বড়, অতএব আমাদের আর কিছু না করলেও চলে এমন কি কিছু না করাই কর্ত্তব্য।

এদিকে হয় ত আমার পৈতৃক ধন সমস্ত উড়িয়ে বসে' আছি। ব্যাঙ্কে আমার যা ছিল হয় ত তার কানাকড়ি অবশিষ্ট নেই কেবল এই কীটদষ্ট চেক বইটা মাত্র অবশিষ্ট আছে। যখন কেহ দরিদ্র অপবাদ দেয় তখন প্রাচীন লোহার সিন্দুক থেকে ঐ বইটা টেনে নিয়ে তাতে বড় বড় অঙ্কপাতপূর্ব্বক খুব সতেজে নাম সই করতে থাকি। শত সহস্র লক্ষ কোটি কলমে কিছুই বাধে না। কিন্তু যথার্থ তেজস্বী লোকে এ ছেলেখেলার চেয়ে মজুরী করে' সামান্য উপার্জ্জনও শ্রেয়স্কর জ্ঞান করে।

অতএব আপাততঃ আমাদের কোন বিশেষ মহত্বে কাজ নেই। আমরা যে ইংরাজি শিক্ষা পাচ্ছি সেই শিক্ষা দ্বারা আমাদের ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির অসম্পূর্ণতা দূর করে' আমরা যদি পূরা প্রমাণসই একটা মানুষের মত হতে পারি তা হলেই যথেষ্ট। তার পরে যদি সৈন্য হয়ে রাঙা বর্দ্দি পরে' চতুর্দ্দিকে লড়াই করে' করে' বেড়াই কিম্বা আধ্যাত্মিক হয়ে ঠিক ভ্রূর মধ্যবিন্দুতে কিম্বা নাসিকার অগ্রভাগে অহর্নিশি আপনাকে নিবিষ্ট করে' রেখে দিই সে পরের কথা।

আশা করি আমরা নানা ভ্রম এবং নানা আঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে সেই পূর্ণ মনুষ্যত্বের দিকেই যাচ্ছি।

এখনো আমরা দুই বিপরীত শক্তির মধ্যে দোদুল্যমান ; তাই উভয় পক্ষের সত্যকেই অনিশ্চিত ছায়ার মত অস্পষ্ট দেখাচ্ছে ; কেবল মাঝে মাঝে ক্ষণেকের জন্য মধ্য আশ্রয়টি উপলব্ধি করে' ভবিষ্যতের পক্ষে একটা স্থির আশাভরসা জন্মে। আমার এই অসংলগ্ন অসম্পূর্ণ রচনায় পর্য্যায়ক্রমে সেই আশা ও আশঙ্কার কথা ব্যক্ত হয়েছে।

কিন্তু এ সকল কেবল আমার মনের কথা মাত্র। নতুবা আমি যে য়ুরোপ এবং এসিয়ার মধ্যবর্ত্তী ককাশস্ পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শিখরে চড়ে' এই খানকতক কাগজের ভেঁপু পাকিয়ে তার মধ্যে ফুৎকার প্রয়োগ করচি যা' শুনে যুবক য়ুরোপ সহসা তার কাজকর্ম্ম বন্ধ করে' স্তম্ভিত হয়ে উর্দ্ধকর্ণে দাঁড়িয়ে যাবে এবং এই গুরুতর দেহভারক্লান্ত প্রাচীনা এসিয়ার অকালে নিদ্রাভঙ্গ হয়ে মুহুর্মুহু হৃৎস্পন্দন হতে থাকবে এমন উপহাস অনুগ্রহপূর্ব্বক কেউ আমার প্রতি প্রয়োগ করবেন না।

কেবল এইটুকুমাত্র দুরাশাকে কোন মতে মনে স্থান দিয়েছি যে, এই প্রবন্ধে আমার শ্রোতৃবর্গের ক্ষণকালের জন্যে চিত্ত বিনোদন হতেও পারে এবং সম্ভবতঃ তাঁদের মনে মধ্যে মধ্যে গুটিকয়েক তর্কের উদয় হবে—যদিও রুচিভেদে সে তর্কের তাঁরা যেমনি মীমাংসা করুন তা'তে তাঁদের জীবন যাত্রার লেশমাত্র ভিন্নতা সাধন করবে না। সুধীগণ আমার রচনার বহুল পরিমাণ নীর পরিত্যাগ করে'

ঈষৎসামান্য ক্ষীরটুকুমাত্র পথের মধ্যে সম্পূর্ণ পরিপাক-পূর্ব্বক নিরাপদে গৃহে প্রত্যাগত হবেন। এই পরম সুসম্পন্ন চরমশ্রেষ্ঠ বঙ্গসমাজের কিছুমাত্র ইতস্ততঃ হয় এমন দুর্ঘটনা কিছুতেই না ঘটুক—কেবল যদি শ্রোতৃমহোদয়গণের মনে ক্ষণেকের জন্যে এই চিন্তার আভাসমাত্র উদয় হয়ে থাকে যে আমরা যত বড়ই হই হয়ত পৃথিবী আমাদের চেয়ে বড়, এবং আমাদের সেকাল যত বড় কালই হোক না কেন এই অনন্তপ্রবাহিত কালের একটি অংশমাত্র অধিকার করে ছিল; যদি মনে সংশয়মাত্র উত্থিত হয় যে কি জানি এই বৃহৎ পৃথিবীতে দৈবক্রমে যদি কোথাও কেহ আমাদের সমকক্ষ থাকে এবং এই অসীমকালে স্বভাবতই এমন পরিবর্ত্তনপরম্পরা ঘটতেও পারে যা আমাদের সনাতন প্রথার আরম্ভের অতীত; যদি ভবভূতির সেই মহদ্বাক্য কারো স্মরণ হয় যা তিনি অহঙ্কারচ্ছলে উচ্চারণ করেছিলেন কিন্তু যা শুনে মনে বৃহৎ আশার সঞ্চার হয় এবং ক্ষুদ্র অহঙ্কার আতঙ্কে পলায়ন করে তবেই আমার শ্রম সফল জ্ঞান করব:—

কালোহ্যয়ং নিরবধি র্বিপুলাচ পৃথ্বী।